NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ সংসদে সোচ্চার প্রিয়াঙ্কা গান্ধি

তৃণমূল নেতার বাড়িতে দ্বৈত নাগরিক দম্পতির খোঁজ ৫

কলকাতা ৩০ জুলাই ২০২৫ ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.07.2025, Vol.19, Issue No. 51, 8 Pages, Price 3.00

জোড়া ফলায় বিদ্ধ কংগ্রেস

‘কাদের সময়ে পিওকে দখল’

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই: মঙ্গলবার বিকেল পেরতে না পেরতেই সংসদের সিঁদুর আলোচনায় যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেখানে পাকিস্তান, জঙ্গি, বিরোধীদের কাঠগড়ায় তোলার পাশাপাশি তিনি সংঘর্ষবিরতির নেপথ্যে ট্রাম্পের কৃতিত্ব নেওয়ার দাবিকেও নস্যাৎ করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, সেই রাতে ঠিক কী ঘটেছিল।

আমেরিকার কথায় যুদ্ধবিরতি হয়নি, ট্রাম্পের দাবি নস্যাৎ করে সংসদে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ‘৯ মে আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি জেডি ভান্স আমাকে তিন-চারবার ফোন করেন। সেনার সঙ্গে ছিলাম আমি তাই ধরিনি। পরে ফোন করলাম। তিনি বলেন, পাকিস্তান খুব বড় হামলা করতে চলেছে। আমার উত্তর ছিল, পাকিস্তান যদি এমনটা ভেবে থাকে, তবে বিরাট বিপদে পড়বে। ওরা হামলা করলে আমরা বড়সড় জবাব দেব। ইটের জবাবে পাটকেল!’

যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে মোদী আরও জানান, পাকিস্তানের কাতর অনুরোধেই যুদ্ধ থামাতে রাজি হয় ভারত। প্রবল মার খেয়ে ইসলামাবাদ ফোন করে যুদ্ধ থামানোর জন্য অনুরোধ করেছিল। এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ, একসঙ্গে বিরোধীদের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একাধিকবার যুদ্ধ থামানোর দাবি নস্যাৎ করেন মোদী এদিন। সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সংসদে ভারতের পক্ষে কথা বলতে দাঁড়িয়েছি আমি। যাঁরা ভারতের পক্ষে দাঁড়ায় না, তাঁদের আয়না দেখাতে চাই। পহেলগাঁওয়ে ধর্ম জেনে জঙ্গিরা হত্যা চালায়। ভারতের দাঙ্গা বাঁধানোর পরিকল্পনা ছিল। ঐক্যবদ্ধ ভারত ষড়যন্ত্রের জবাব দিয়েছে।’

নিজের বক্তব্যে কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের কটাক্ষ করেন মোদী। বলেন, ‘নিরীহদের রক্তে রাজনীতি করেছে বিরোধীরা। সেনার তথ্য নয়, ওরা পাকিস্তানের কথা প্রচার করে। ভারতের সামর্থ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। গোটা বিশ্ব ভারতের পাশে, বিপক্ষে শুধু কংগ্রেস।’ মোদী বলেন, ‘যাঁরা বলছেন, আমরা কেন পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরত নিতে পারিনি। জিজ্ঞেস করতে চাই, কাদের সরকার ওটা পাকিস্তানকে অধিকার করতে দিয়েছিল? জবাব স্পষ্ট। নেহরুর কথা বললে, কংগ্রেস চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর থেকে ওরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার ফল আজও ভুগছে দেশ।’

‘নেহরুর ভুলেই সমস্যার সূত্রপাত’

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই: অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রশ্ন তোলা কংগ্রেসকে সংসদে একহাত নিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ভুলেই যাবতীয় সমস্যা বলে দাবি করে শাহ বলেন, কংগ্রেসের কোনও অধিকার নেই প্রশ্ন করার। শাহের বক্তব্যে উঠে এল নেহরু আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে হওয়া সিন্ধু জলচুক্তি ও অধিকৃত কাশ্মীর প্রসঙ্গ।

সোমবার অপারেশন মহাদেবের অধীনে পহেলগাঁও সন্ত্রাসে যুক্ত তিন জঙ্গিকে খতম করেছে সেনা। এদিন সংসদে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিল কেন অধিকৃত কাশ্মীর দখল না করে যুদ্ধ থামানো হল। সেই প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসকে কড়া জবাব দেন শাহ। বলেন, ‘ওরা যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। আমি বলব, আজ যে অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে এত সমস্যা তার অস্তিত্ব শুধুমাত্র জওহরলাল নেহরুর জন্য। উনি ১৯৬০ সালে পাকিস্তানকে সিন্ধুর ৮০ শতাংশ জল দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে শিমলা চুক্তির সময়ে ওরাই (কংগ্রেস) অধিকৃত কাশ্মীরের কথা ভুলে গিয়েছিল। যদি তখন অধিকৃত কাশ্মীর ফেরত নেওয়া হত তাহলে আমাদের ওখানে অভিযান চালানোর প্রয়োজন পড়ত না।’

এই প্রসঙ্গ তুলে এদিন শাহ বলেন, ‘কংগ্রেসের ভুলেই যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত। সেই সময় বিভাজন খারিজ করলে না পাকিস্তান থাকত না এত সমস্যা থাকত।’ একইসঙ্গে বলেন, সেই সময় নেহরুর একতরফা যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন একমাত্র সর্দার প্যাটেল।

১৯৭১ সালের সেই অতীত ইতিহাস এদিন ফের সংসদে তুলে ধরেন শাহ। বলেন, ‘১৯৭১ সালে গোটা দেশ ইন্দিরা গান্ধিকে সমর্থন জানিয়েছিল। উনিই পাকিস্তানকে দুই ভাগে ভেঙেছিলেন। আজও গর্বের সঙ্গে ভারত ইন্দিরাজিকে স্মরণ করেন, আমিও করি। তবে সেই সময় ভারতের হাতে ছিল পাকিস্তানের ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দি ও ১৫ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা। অথচ শিমলা চুক্তির সময় কংগ্রেস সরকার অধিকৃত কাশ্মীরের ফেরত চাওয়ার কথা ভুলে গেল। যদি সেই সময় অধিকৃত কাশ্মীর ফেরত নেওয়া হত তাহলে সাপও মরত, লাঠিও ভাঙত না। তখন পাক অধিকৃত কাশ্মীর তো ফেরানো হল না উলটে ১৫ হাজার বর্গকিমি জমি ফেরত দেওয়া হল।’

নিহত তিন জঙ্গিই পহেলগাঁও হামলায় জড়িত, সংসদে জানালেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই: দাচিগামে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছে তিন জঙ্গি। কেন্দ্রের তরফে মঙ্গলবার সংসদে জানানো হয়েছে, ওই তিন জঙ্গি পহেলগাঁও হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল। কী ভাবে সেই যোগের প্রমাণ মিলেছে, তা সংসদে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শাহ মঙ্গলবার জানান, সোমবার ‘অপারেশন মহাদেব’-এ তিন জঙ্গি নিহত হওয়ার পরে ঘটনাস্থল থেকে একটি এম-৯ আমেরিকান রাইফেল এবং দু’টি একে-৪৭ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই অস্ত্র থেকে যে গুলি ছোড়া হয়েছে, তার সঙ্গে মিল রয়েছে পহেলগাঁওয়ের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার কার্তুজ এবং গুলির খোলের।

তিনি জানিয়েছেন, ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্ট দেখেই নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে, নিহত তিন জঙ্গি পহেলগাঁও হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল। পহেলগাঁওয়ে ঘটনাস্থল থেকে বুলেটের যে খোল মিলেছিল, তা ওই নিহত জঙ্গিদের থেকে মেলা বন্দুক, রাইফেল থেকেই ছোড়া হয়েছিল। চণ্ডীগড়ের ফরেন্সিক ল্যাবে সেই প্রমাণ মিলেছে।

শাহ বলেন, ‘সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। আমার কাছে ব্যালিস্টিক রিপোর্ট রয়েছে। তা খতিয়ে দেখে সই করেছেন অন্যতম সেরা বিজ্ঞানীরা। মঙ্গলবার ভোর ৪টে ৪৬ মিনিটে আমাকে ভিডিয়ো কল করা হয়। তাতেই নিশ্চিত করে জানানো হয় যে, পহেলগাঁওয়ের ঘটনাস্থলে ছোড়া গুলি এবং অপারেশন মহাদেবের সময় উদ্ধার রাইফেলের মধ্যে ১০০ শতাংশ মিল রয়েছে।’

শাহ সংসদে আরও জানান যে, পহেলগাঁও হামলার পর পরই মহাদেব অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। তাঁর কথায়, ‘পহেলগাঁওকাণ্ডের পরের দিন ভোর সাড়ে ৫টায় আমি শ্রীনগরে যাই। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। ২৩ এপ্রিল সেনা, সিআরপিএফ, বিএসএফ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এলাকা পর্যবেক্ষণ করে জানায়, জঙ্গিদের পালানোর কোনও পথ রাখা হয়নি।’ গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, নৃশংস এই হামলার পর গত তিন মাস ধরে গা ঢাকা দিয়ে ছিল জঙ্গিরা। তবে সম্প্রতি জঙ্গিদের কাছে থাকা টি৮২ আল্ট্রাসেট কমিউনিকেশন ডিভাইস চালু করে জঙ্গি মুসা। এটি এক ধরনে স্যাটেলাইট ফোন যা পহেলগাঁওয়ে হামলা চালানোর সময় ব্যবহার করে জঙ্গিরা। সেই ফোন ফের চালু হতেই সেনাবাহিনী জঙ্গিদের লোকেশন জেনে যায়। শুরু হয়ে যায় অপারেশন মহাদেবের প্রস্তুতি।

শাহ জানান, ২২ মে গোয়েন্দারা জানতে পারেন দাচিগামে জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে। দু’মাসের বেশি

- জঙ্গিদের কাছে থাকা টি৮২ আল্ট্রাসেট কমিউনিকেশন ডিভাইস চালু করে জঙ্গি মুসা।
- সেই ফোন ফের চালু হতেই সেনাবাহিনী জঙ্গিদের লোকেশন জেনে যায়।
- ২২ মে গোয়েন্দারা জানতে পারেন দাচিগামে জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে।
- দু’মাসের বেশি সময় ধরে আধুনিক সেন্সর-সহ বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে তাদের উপর নজর রাখেন গোয়েন্দারা।
- ২২ জুলাই জঙ্গিদের অবস্থানের বিষয়ে নিশ্চিত হন গোয়েন্দারা।
- ২৮ জুলাই অভিযান শুরু করে সেনা, সিআরপিএফ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ।
- দাচিগামের সংঘর্ষস্থল থেকে উদ্ধার অস্ত্র এবং কার্তুজের সঙ্গে পহেলগাঁও হামলার স্থল থেকে বাজেয়াপ্ত করা গুলি মিলিয়ে দেখা হয়।

সময় ধরে আধুনিক সেন্সর-সহ বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে তাদের উপর নজর রাখেন গোয়েন্দারা। ২২ জুলাই জঙ্গিদের অবস্থানের বিষয়ে নিশ্চিত হন গোয়েন্দারা। তার পরেই ২৮ জুলাই, সোমবার অভিযান শুরু করে সেনা, সিআরপিএফ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সোমবার জঙ্গিদের দেহ শ্রীনগরে আনা হয়। যাঁরা তাদের খাবার, আশ্রয় রসদ জোগাতেন, তাঁরা শনাক্ত করেন দেহগুলি। তার পরেই দাচিগামের সংঘর্ষস্থল থেকে উদ্ধার অস্ত্র এবং কার্তুজের সঙ্গে পহেলগাঁও হামলারস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত করা গুলি মিলিয়ে দেখা হয়। তাতেই নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে, সোমবার নিহত জঙ্গিরা পহেলগাঁও হামলায় জড়িত ছিল।

সংসদে শাহ আরও বলেন, ‘তিন জনের মধ্যে দু’জনের দেহের কাছ থেকে পাকিস্তানের ভোটার নম্বর পাওয়া গিয়েছে। পাকিস্তানে তৈরি চকোলেটও মিলেছে।’

‘তালিকা থেকে নাম বাদ গেলে প্রতিবাদ করুন’

মিলন গোস্বামী

ইলামবাজার: বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের কর্মভূমি শান্তিনিকেতন কে বেছে নিয়েছিলেন মমতা, সোমবার প্রশাসনিক বৈঠকে এবং খোলা মঞ্চে বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলেই বাজবে দামামা- জানিয়ে খোলাখুলি হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন তিনি। আর মঙ্গলবার বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে ইলামবাজারের নীলডাঙা রাইস মিল ময়দান থেকে আবারও ভোটার লিস্টে নাম তোলা নিয়ে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকায় নাম তোলার নতুন বিধি নিয়ে নির্বাচন কমিশন আর কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন তিনি। বুঝিয়ে দিলেন, বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-দের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে, ছেড়ে কথা বলা হবে না। তাঁর সতর্কবার্তা, ‘সকলে ভোটার তালিকায় নাম তুলবেন। যদি নাম বাদ যায়, তাহলে প্রতিবাদ করুন। বিএলও-কে জানান।’ আরও বলেন, ‘এভাবে এনআরসি চালুর পরিকল্পনা চলছে, তা রুখে দেব।’মঙ্গলবার বীরভূমের ইলামবাজারে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে জয়দেব সেতু-সহর উদ্বোধন-সহ একাধিক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়। সরকারি অনুষ্ঠানের মাঝেই ভোটার তালিকা থেকে শুরু করে বাঙালি ‘নির্যাতন’, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, সব নিয়ে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ‘অসম, ওড়িশা, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ-সহ সমস্ত ডবল ইঞ্জিন সরকার অর্থাৎ বিজেপি শাসিত রাজ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে বাঙালিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আসলে বাংলায় প্রতিভা, পরিশ্রমের সঙ্গে পেরে উঠছে না বলে এত অত্যাচার।’

চ্যালেঞ্জ মমতার

- সমাজমাধ্যমে ভিডিয়ো পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, দিল্লিতে কাজ করতে যাওয়া বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের মা ও শিশুকে নির্মম ভাবে পিটিয়েছে দিল্লি পুলিশ। বোলপুরের সভা থেকেও একই অভিযোগ করেছিলেন মমতা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য খণ্ডাতে সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করেন দিল্লি পুলিশের ডিএসপি (পূর্ব) অভিষেক ধনিয়া। মঙ্গলবার ইলামবাজারের সরকারি কর্মসূচি থেকে পাল্টা দিল্লি পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করলেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার বলেন, ‘আমি কালকে (সোমবার) ওই বাচ্চাটার কথা বলেছিলাম। একটার পর একটা থানায় ওদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি কালকেই মিটিংয়ে বলেছিলাম। রেকর্ড চেক করুন। বলেছিলাম ওদের থ্রেট করা হবে। হয়েছে সেটাই। আমরা চাইব, তাঁরা যাতে ফিরে আসেন। আর কে সত্যি, কে মিথ্যা তা প্রমাণ হয়ে যাবে।’

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে কমিশনকে চিঠি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৈধ ভোটারদের নাম যাতে বাদ না যায়, বিএলও-দের বারবার সেই বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআরে প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে প্রায় ৬৪ লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার পর বীরভূমের সভা থেকে কড়া বার্তা দিয়েছেন মমতা। বলেছেন, ‘একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে দামাম বাজাব।’ নাম না করে বিজেপির এজেন্সি বলে তোপ দেগেছেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। আর সেই মন্তব্য নিয়েই সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দুর অভিযোগ, বুথ লেভেল অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বতন্ত্র সংস্থাকে চ্যালেঞ্জ করছেন। এটা গণতন্ত্রের উপর আঘাত। অফিসারদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হলে ভোট হবে কীভাবে! প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করুক কমিশন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই চিঠি পোস্ট করেছেন শুভেন্দু। সাংবাদিক বৈঠকেও সুর চড়ান তিনি। তাঁর দাবি, বিভিন্ন জায়গায় বিডিও, এসডিও-রা তৃণমূল ক্যাডারদের বিএলও করেছেন। এমনকী ২৬ হাজার চাকরিহারাদেরও মধ্যে থেকেও কোথাও কোথাও বিএলও হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে বলেও সন্দেহ প্রকাশ শুভেন্দুর।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে পরিযায়ী শ্রমিককে নির্যাতনের যে অভিযোগ তুলেছেন, তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে দিল্লি পুলিশ। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখায় এফআইআর দায়েরের ঘোষণা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, তাঁর ভাই ও কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী এই এফআইআর দায়ের করবেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সৌমেন্দু অধিকারী এফআইআর দায়েরও করে দেন বলে খবর।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী, গুজব রটানোর মাস্টার।’ তাঁর দাবি, মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে দিল্লি পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই এই পরিকল্পিত অপপ্রচার। এ বিষয়ে সৌমেন্দু ইতিমধ্যেই সাইবার ক্রাইম শাখায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বলেও জানান তিনি। এই ইস্যুতে দিল্লিতে থাকা বাঙালিদের মমতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান শুভেন্দু। তিনি আরও বলেন, ‘বিএনএস ও সাইবার আইন অনুযায়ী অবিলম্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক।’

কমিশন বিপথে গেলেই হস্তক্ষেপ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই: নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। আইন মেনেই তাঁদের চলতে হবে। কমিশনের কাজে কোথাও কোনও বিচ্যুতি হলেই আদালত হস্তক্ষেপ করবে। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত মামলায় মঙ্গলবার এ কথা জানাল সুপ্রিম কোর্ট।

আগেই বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে গণহারে নাম বাদ নয়, উলটে জনতার নাম ঢোকানোই লক্ষ্য হওয়া উচিত। এবার মঙ্গলবার সরাসরি হুঁশিয়ারির সুরেই বলা হল, গণহারে নাম বাদ যেতে দেখলে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে, এসআইআর নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মহুয়া মৈত্র প্রথম শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলার কথা উল্লেখ করে রাজ্য সরকার এবার তাতে যুক্ত হতে চায়।

এসআইআর প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে যে সব মামলা হয়েছে, সেগুলির শুনানির সময়ও জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী ১২ এবং ১৩ অগস্ট এই বিষয়ে শুনানি হবে। তার আগে ৮ অগস্টের মধ্যে মামলাকারীদের নিজেদের বক্তব্য লিখিত আকারে আদালতে জমা দিতে হবে।

মঙ্গলবার মামলাকারী পক্ষের হয়ে শীর্ষ আদালতের এজলাসে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল এবং প্রশান্ত ভূষণ। শুনানির সময় তাঁরা ফের অভিযোগ তোলেন বিহারের খসড়া তালিকা নিয়ে। বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন তাঁরা। এর ফলে অনেকে নিজেদের ভোটদানের অধিকার হারাবেন বলেও আদালতে আশঙ্কা প্রকাশ করেন মামলাকারীদের আইনজীবীরা।

মামলাকারী পক্ষের আইনজীবীদের অভিযোগ, খসড়া তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষ মানুষকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। কমিশন বলছে, তাঁরা হয় মারা গিয়েছেন বা স্থায়ী ভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। আইন মেনেই তাদের চলতে হবে। যদি কোথাও কোনও বিচ্যুতি হয়, তবে মামলাকারীরা তা আদালতের নজরে আনতে পারেন। এর পরেই সিবাল এবং ভূষণের উদ্দেশে আদালত বলে, ‘মৃত বলে দেখানো হচ্ছে, অথচ তাঁরা জীবিত, এমন ১৫ জনকে আপনারা নিয়ে আসুন। তার পরে আমরা দেখছি।’ বিচারপতি কান্ত বলেন, ‘তারা (নির্বাচন কমিশন) যে মুহূর্তে (এসআইআর) বিজ্ঞপ্তি থেকে বিচ্যুত হবে, আমরা হস্তক্ষেপ করব।’

আজ রাজ্যে রাষ্ট্রপতি

- আজ একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এদিন কল্যাণী এইমসের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন এইমস কর্তৃপক্ষ। এদিন রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন ৩ জন ছাত্রের হাতে। রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে প্রশাসনের তরফে কল্যাণীতে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেও যাবেন। সেখানে ভবতারিণীর মন্দিরে আরতি করার কথা আছে তাঁর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Kakuli Murmu D/o. Dasorath Hembram গত ইং ২৪/০৩/২০২৪ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া বিবাহের পর Aysha Bibi W/o. Sajjad Sk নামে পরিচিত হইয়াছি। ২২/০৭/২০২৫ তারিখে S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৬১৮ নং এফিডেভিট বলে Aysha Bibi W/o. Sajjad Sk ও Kakuli Murmu D/o. Dasorath Hembram সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)

বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।

বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।

M-9830508955/ 8972034019

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩০ শে জুলাই । ১৩ ই শ্রাবন । বুধবার বার। ষস্ঠী তিথী। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আজ লুন্ঠন ষষ্ঠী বা লোটন ষষ্ঠী। কথাসাহিত্যিক বিভুতি ভুষন বন্দ্যোপাধ্যায় র প্রয়াণ দিবস।গাত্রহরিদ্রা। বিবাহ। দেবতাগঠন। বিক্রয় বাণিজ্যে। শান্তি স্বস্ত্যয়ন।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৬৫২ নং এফিডেভিট বলে Pranab Das S/o. Pravat Das ও Pranab Kr. Das S/o. P. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৭৯৫ নং এফিডেভিট বলে Mahendra Kumar Choudhary S/o. Kishan Lal Choudhary ও Mahendra Chowdhary S/o. K. L. Chowdhary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৬৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Jafar Hussen ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Anwar ও Md A Hussen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৬ নং এফিডেভিট বলে Abida Khatun W/o. Rajim Mondal ও Sonali Khatun D/o. Hannan Molla W/o. Rajim Mondal সাং বহরমপুর, কানানদী, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০২৯৪ নং এফিডেভিট বলে Nanda Jadav S/o. Dudnath Jadav ও Nanda Jadav S/o. B. Jadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হাওড়া কোর্টে ১১২৭৮/২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Sarathi Bandyopadhyay, Partha Sarathi Banerjee & Partha S Bandyopadhyay ও আমার পিতা Santosh Kumar Banerjee, Santosh Banerjee & S. K Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৬৪৮ নং এফিডেভিট বলে Ashok Kumar Seth S/o. Dibakar Sett ও Ashok Kr Sett S/o. Lt. D Sett, Dibakar Seth সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬২০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Manju Mandal Kabiraj W/o. Sajal Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার নাম আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে ভ্রমবশত Manju MandalKabiraj এর পরিবর্তে Manju Mandal লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Manju Mandal Kabiraj ও Manju Mandal W/o. Sajal Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬০৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Doli Pal W/o. Pradip Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার নাম তার জন্ম সার্টিফিকেটে ভ্রমবশত Barnali Pal এর পরিবর্তে Barnali Paul লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Barnali Pal & Barnali Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৮৯১ নং এফিডেভিট বলে আমি Chandan Sen ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tapan Sen ও T. Kr. Sen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি, অমিত কুমার জানা, পিতা- অসিত কুমার জানা, গ্রাম ও পোঃ- সৌদখালি, থানা- নন্দীগ্রাম, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৪৬ এর অধিবাসী। ভুলক্রমে আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড (Roll- L8561 No- 0218) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমানে পিতার নাম অসিত জানা উল্লেখ হয়েছে। 08-07-2025 তারিখ হলদিয়া ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট নং ৬৬৪২ বলে অসিত কুমার জানা ও অসিত জানা ও এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

I, **SUSMRITI PAL**, daughter of Mr. Sujoy Pal and Mrs. Smriti Banerjee Pal resident of Krishna Das Pal Lane, Baranagar, North 24 Parganas - 700036 (W.B.) do hereby solemnly affirm that in all of my documents i.e. Aadhar Card, PAN Card, Birth Certificate, Admission Card of ICSE and ISE Pass Certificate of ICSE and ISE, Statement of Marks of ICSE, Grade Card of Vivekananda Global University, Passbook of Bandhan Bank, Academic Bank of Credits etc. my aforesaid name **SUSMRITI PAL** is being shown and reflected. **Vide Affidavit No. 2269 dt. 23.7.2025 sworn in Before The Ld. Judicial Magistrate, Calcutta (W.B.), I declare that henceforth I shall be known as AARVI BANERJEE PAL. SUSMRITI PAL and AARVI BANERJEE PAL both are same and identical person.**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি শ্রী অভিজিৎ কর্মকার, পিতা শ্রী দুলাল কর্মকার, এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমি ব্যারাকপুর সাব-ডিভিশন্যাল আদালতে ল'ক্লার্কস শিক্ষানবিশ হিসাবে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছি। আমি ল'ক্লার্কস লাইসেন্স পাইবার জন্য চেয়ারম্যান ল'ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিলে আবেদন করিয়াছি। এব্যাপারে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত কাউন্সিলে জানাইবেন।

শ্রী অভিজিৎ কর্মকার

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **কৃষ্ণা বিশ্বাস,** স্বামী- ক্ষুদিরাম বিশ্বাস বিগত ইংরাজী ২৮.০৩.২০২৫ সালের রানাঘাট ১ নং A.D.S.R অফিসের রেজিষ্ট্রীকৃত ২৩৬২ নং এক দানপত্র দলিলমূলে ১১৬ নং হবিবপুর মৌজার L.R. ২৭৮০ নং খতিয়ানের ৫১০/৩১৯০নং দাগে ০৬ শতক জমি তাহার স্বামী ক্ষুদিরাম বিশ্বাসের নিকট হইতে দানসূত্রে প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত **ক্ষুদিরাম বিশ্বাস** (পিতা বৈদ্যনাথ বিশ্বাস) মহাশয় **বলহরি পাল** (পিতা- সদানন্দ পাল)-এর পক্ষে ১৭/২০০৯নং এক রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার **দুলাল পাল** (পিতা- সত্য পাল)-এর নিকট হইতে ৩০৭০/২০১২ নং কোবালা দলিলমূলে খরিদ করিয়া মালিক দখলকার হয়েন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরকম আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট ১নং B.L.&L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুস্মিতা কর (এ্যাডভোকেট),রানাঘাট কোর্ট।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতি - রুমা নাথ (দেবনাথ) স্বামী - শ্রী তুষার কান্তি নাথ সাং - পি.টি. এ ব্লক, পোঃ - হৃদয়পুর, থানা - বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। বারাসাত ১ নং B.L.&L.R.O. রেকর্ড করার জন্য আবেদন করিলে জানতে পারেন মৌজা - হরিহরপুর, জে. এল. নং ৪০, খতিয়ান নং - ১৩৪ হাল এল. আর. ২০৬৪, সাবেক ২৫০ দাগ নং ৭২৮ A.D.S.R. - II বারাসাত ৪ নং বহির ০০৪৬১ নং রেজিস্টিকৃত আমমোক্তার নামা দলীল মূলে বিক্রয় হইয়াছে উক্ত দাগের সম্পত্তিতে ০২ কাঠা ০৭ ছটাক ৩৭ বর্গফুট জমি রেকর্ড এর জন্য B.L.R.O. অফিসে আবেদন করিয়াছে,উক্ত সম্পত্তিতে কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি পাইবার এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন অন্যথায় পরবর্তীতে আপত্তি করিলে সর্বত্র অগ্রাহ্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অমৃতা মন্ডল পিতা- মৃত অমল মন্ডল, সাং- গোয়ালদহ নতুনপাড়া, পোস্ট- গোয়ালদহ, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, হাল সাং- দোগাছি মাঠপাড়া, পোস্ট- দোগাছি, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩ গত ০৭/১২/২০২০ তাং I-8781/2020 নং আমমোক্তার দলীল বলে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার খাতিয়ান নং- C.S. ও R.S. 2610 হাল L.R. 48790 দাগ নং- R.S. 15093 L.R. 19616 এর মোট ০৩.৩০ শতক সম্পত্তির আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় নিতাই সাহা পিতা- মৃত বিকাশ চন্দ্র সাহা, সাং- কালিনগর M.L.Roy Road, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, উক্ত আমমোক্তার ১৯.০১.২০২১ তাং ৬৭৭ নং কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসের বিক্রিয় কোবালা দলীল বলে উপরিউক্ত খতিয়ান নং ও দাগ নং এর মোট ০৩.৩০ শতক সম্পত্তি বিক্রি করেন রাম চক্রবর্তী পিতা- বিজনবিহারী চক্রবর্তী, সাং- M.G. Road, ৩ ইঞ্চি দুর্গাবাড়ি, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১ মহাশয়কে। উক্ত ক্রেতা গত ০৮/০৪/২০২২ তাং I-5026/2022 নং দলীল বলে উপরিউক্ত খতিয়ান নং ও দাগ নং এর মোট ০৩.৩০ শতক সম্পত্তি বিক্রি করেন মিনতী দত্ত সরকার, স্বামী শ্রী পিন্টু দত্ত, সাং- জটেশ্বর সন্ন্যাসীতলা, পোস্ট- জটেশ্বর, থানা- ফালাকাটা, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৫২১৬ মহাশয়কে। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে, কারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of District Delegate Paschim Medinipur
Ref:- SUC. Case No. 40/2024
জ্যোৎস্না মুখার্জী........ আবেদনকারিনী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **জ্যোৎস্না মুখার্জী**, স্বামী- ৺প্রজ্জ্বল মুখার্জী গত ইং ১০.০৬.২০২৩ তারিখে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এ পরলোক গমন করায় তাঁহার ত্যক্ত LICI Midnapore Branch S.B.I Midnapore বাবদ ২,১০,০২৯/- টাকা পাইবার হকদার হিসাবে আবেদনকারীরা আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকিলে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

Scheudle

Name of Debtor	Description and date of instrument by which the debt is secured	Amount
S.B.I at Rabindranagar L.I.C More, Midnapore Branch	The Debt is secured **S/B A/C No 36117932221**	**Rs.10029** With up to date interest
L.I.C.I Midnapore Branch	**Policy No. 436603551** D.O.C –15.10.04	**Rs. 30,000/-**
L.I.C.I Midnapore Branch	**Policy No. 459047379** D.O.C-03.02.2012	**Rs.1,70,000/-**

তারিখ-১৯.০৭.২৫

অনুমত্যানুসারে
কামরুন নেহার (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত পঃ মেদিনীপুর

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী লক্ষ্মীকান্ত মালিক** পিতা ৺পাঁচ কড়ি মালিক, সাকিম মানসপুর, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয় আমমোক্তারনামা দলিল বলে **মোসাম্মাৎ বদরুন্নেসা বিবি** স্বামী মহম্মদ হাফিজ সাকিম মানসপুর ঝুপড়ি, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত **মোসাম্মাৎ বদরুন্নেসা বিবি** নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ৩০/০৫/১৯৯১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-2771/1991 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী বিশ্বম্ভর নাথ মিশ্র** পিতা ৺সুবোধ নারায়ন মিশ্র, সাকিম ডানলপ স্টেট, কোয়ার্টার নং এফও-১, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী - কে ২ কাঠা ৫ ছটাক ৩৭ স্কোয়ার ফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ৯৩৫ তথা হাল এল.আর. ১৩০৭/২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫০৬৭ তথা হাল এল.আর. ৫৭৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় .৪৭ শতক এর মধ্যে ২ কাঠা ৫ ছটাক ৩৭ স্কোয়ার ফুট সম্পত্তি অত্র কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বর্তমান ক্রেতা **শ্রী বিশ্বম্ভর নাথ মিশ্র** পিতা ৺সুবোধ নারায়ন মিশ্র, তাঁর খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী তুষার চৌধুরী** পিতা তুলসী চৌধুরী সাকিম ২নং রবীন্দ্রনগর, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয় বিগত ইং ২২/০৬/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5754/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী রতন বারুই** পিতা ৺লক্ষ্মীকান্ত বারুই সাকিম টালিখোলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১০/০৮/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2735/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)সাহানারা খাতুন** স্বামী নুর আলম সাকিম ইমামবাজার হাট, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ ও **২)নুর আলম** পিতা সেখ জলিল সাকিম স্টেশন বাজার, চম্পাহাটি, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়/মহাশয়াকে ১ কাঠা ৮ ছটাক ১৬ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, ৩ নং জে.এল ভুক্ত, এল.আর. ৩৬১০ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭ নং দাগে শুনা জমি ২৩ শতক মধ্যে ১ কাঠা ৮ ছটাক ১৬ বর্গফুট অত্র কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)সাহানারা খাতুন** স্বামী নুর আলম ও **২)নুর আলম** পিতা সেখ জলিল মহাশয়/মহাশয়া তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা অপর্ণা চ্যাটার্জ্জী** স্বামী ৺শিবাশিষ চ্যাটার্জ্জী ও **২)শ্রী রাজ চ্যাটার্জ্জী** পিতা ৺শিবাশিষ চ্যাটার্জ্জী, উভয়ের সাকিম ৮৪৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, সাউথ দমদম, বেদিয়াপাড়া, দমদম, উঃ ২৪পরগনা-৭০০০৭৭, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ০৬/১২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11203/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী লক্ষন সন্ন্যাসী** পিতা পদগোপাল সন্ন্যাসী সাকিম ধরমপুর মহামায়া কলোনী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১০/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-8990/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী নরেশ দে** পিতা ৺দিবাকর দে, সাকিম তালডাঙ্গা গুপ্ত গলি, [illegible]

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

[illegible]

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি, **মিলন বিবি**, স্বামী - লাখু সেখ, সাং- দড়িয়াপুর, পোঃ-দহরপাড়, থানা-সুতি, মহকুমা-জঙ্গীপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন নং- ৭৪২২০১, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির হস্তান্তর রেজিস্ট্রিকরন সংক্রান্ত কার্যাদির জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত **মুকুল সেখ**, পিতা- মৃত হাবিবুর রহমান, সাং ও পোঃ- কানুপুর থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ কে আমি গত ইং-2022 সালে A.D.S.R JANGIPUR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত Book -IV-7932 নং আমমোক্তারনামা দলিল রেজিস্ট্রি করিয়া দিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি **মুকুল সেখ** আমার পক্ষে বিক্রয়, দান, হস্তান্তরকরণ করিলে গ্রহিতা রেকর্ড করিলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এই মর্মে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-১ BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন। **তপশীল**:- জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা- রঘুনাথগঞ্জ মৌজা- ২ নং খিদিরপুর মধ্যে তপশীলে আমমোক্তারকৃত খতিয়ান নং-এল.আর. ২৫২৬ দাগ নং-আর.এস. ও এল.আর. ৬৭, রকম-আউশ, মোট পরিমান ৫৩ শতক মধ্যে ১৪.৮৫ শতক।

ইতি- **মিলন বিবি (আমমোক্তার দাতা)**

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি ভারতী বাগ, পিতা - জ্যেতিশ চন্দ্র শী, তনুশ্রী শী, পিতা - জ্যেতিশ চন্দ্র শী, পূর্নিমা শী, স্বামী - জ্যেতিশ চন্দ্র শী উভয়ে জে.এল. নং - ১৪১ দেপাড়া মৌজায়, জে.এল. নং - ১৪২ আচারপাড়া মৌজায় ও জে.এল. নং - ১৪৩ বলরামপুর মৌজায় তাহাদের পিতার ওয়ারিশন সূত্রে মালিক হইয়া ঐ ৩ মৌজার সম্পূর্ণ প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ২০/০৯/১৬ তারিখে D.S.R-1 HOOGHLY অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯৩ নং আমমোক্তার বলে রনেন্দ্র শেখর শী কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি এবং উক্ত রনেন্দ্র শেখর শী ওই আমমোক্তার বলে গত ইং - ০৫/০৫/২৫ তারিখে পাভুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২২৫৭ নং দলিল রাজ কুমার পাল, পিতা - কিশোর কুমার পাল মহাশয়কে বিক্রয় করেন ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পাভুয়া বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

ভারতী বাগ
পাভুয়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১) **শ্রীমতী মহুয়া ভট্টাচার্য পাল**, স্বামী- সায়ক ভট্টাচার্য্য, সাং- ৩২/২ বি/৩ আটপাড়া লেন, বরানগর, পোঃ ও থানা- বরানগর, জেলা- ২৪ পরগণা (উ), পিন- ৭০০০৫০, ২) **শ্রীমতী মনিষা গুপ্তা পাল**, স্বামী- স্বরূপ পাল, সাং- ১২৪ ঠাকুর বাড়ি স্ট্রীট, পোঃ ও থানা শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২০১, বিগত ইংরাজীর ০১/০২/২০১৯ তারিখে ডি. এস.আর, ১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV - ০৬০১০০০৬০ নং আমমোক্তার ও স্বয়ং আমি **শ্রী সুমন শেঠ**, পিতা -স্বর্গীয় লক্ষীনারায়ণ শেঠ, সাং - বাঁশবেড়িয়া মহাকালীতলা, পোঃ - বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা হুগলী, পিন- ৭১২৫০২, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ. ডি. এস. আর পান্ডুয়া অফিসে ২৫/০৯/২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৫০০০/২০২৪ নং দলিল মূলে ১। **শ্রীমতী শর্মিলা বালা গাইন**, পিতা - সুমঙ্গল বালা, সাং- বেড়েলা ষষ্ঠীতলা, পোঃ - বেড়েলা, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন নং - ৭১২১৩৪, ২। **শ্রী মন্টু গাইন**, পিতা - কুমারেশ গাইন, সাং ও পোঃ দোগাছিয়া, থানা - মোহনপুর, জেলা ২৪ পরগণা (উ), পিন নং - ৭৪৩২৪৫ মহাশয়দ্বয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল**: জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বেড়েলা, জে. এল. নং ০৬, হাল. এল. আর. ২৫৬৭ নং খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ১০৯ নং দাগে শুনা জমি ১ আনায় ২২ শতকের মধ্যে ০৪ (চার) শতক । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে ১। **শ্রীমতী শর্মিলা বালা গাইন**, পিতা - সুমঙ্গল বালা, ২। **শ্রী মন্টু গাইন**, পিতা - কুমারেশ গাইন উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সুমন শেঠ (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

গত ইং-২৪.০৬.২০২৫ তারিখ দেবগ্রাম A.D.S.R. রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বাহির ১৩১০/২০২৪ নং ভলিয়্যুমে ১১৬৮৩৪ হইতে ১১৬৮৪৩ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ৬৩৯৭/২০২৪ নং একখন্ড আমমোক্তার নামা দলিল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন সেলিম মন্ডল, পিতা- মৃত হাসান মন্ডল সাং ও পোঃ- পাটিকাবাড়ি, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২১। ১২৩ নং বড়চাঁদঘর মৌজার ২০৮২/৯৩৩৫ দাগের ৩১৩৯/১ কৃঃ খতিয়ানের ০.৪১০০ একর সম্পত্তি রাহেদা বিবি ওরফে রাহিদা বিবি, স্বামী- মৃত ইসরাইল সেখ, সাং ও পোঃ- মোলান্দী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া -এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন ১) জালামত সেখ, ২) সালামত সেখ উভয়পিতা- নিয়ামত সেখ, ৩) রেসমিনা সেখ, স্বামী- আলামত সেখ, সর্বসাং পোঃ-পাঁচখেলা পোঃ- পলাশী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৫৬ ব্যক্তিগন। গত ইং- ০৯.০৯.২০২৪ তারিখে I-৯৮৫৮/২০২৪ নং দলিল A.D.S.R. দেবগ্রাম অফিসে রেজিস্ট্রি করা হয়। উক্ত ব্যক্তিগন তাহাদের নিজ নামে উক্ত সম্পত্তি এল.আর. রেকর্ড করাইতে চান। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ থাকে তাহলে অদ্য হইতে ৩০ দিনের ভিতর B.L & L.R.O, কালীগঞ্জ, দেবগ্রাম অফিসে যোগাযোগ করিবেন বা আপত্তি জানাইবেন।

Md. Mainul Hasam
Advocate

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কল্পনা ঘোষ স্বামী রাম ঘোষ সাং+পো: - নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, ইং ০৮.০৭.২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭১৯৭ নং কোবলা দলিল মূলে জেলা- নদীয়া. মৌজা- ৭৩ বোয়ালিয়া আর.এস. ও এল.আর. ৩৫৫ নং দাগে ৯৪৭ নং খতিয়ান হইতে ৬.৬ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার বাবলু দেবনাথ পিতা খোকন দেবনাথ, সাং- জোয়ানিয়া, পো:- আলুইপাড়া, থানা- কোতোয়ালি, ইং ১০.০২.২৩ তারিখে নবদ্বীপ A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে রাম ঘোষ পিতা নিতাই ঘোষ. সাং+পো:- নবদ্বীপ কে ক্ষমতাযুক্ত আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারোর কোনরকম আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর- ১ B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩০০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, **মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।**

সাতসকালে কেঁপে উঠল ভাটপাড়ার দু'নম্বর গলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার সাতসকালে বিকট শব্দে কেঁপে উঠল ভাটপাড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের থানার নাকের ডগায় থাকা দু'নম্বর গলি-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা। বোমা ফাটার মতোই তীব্র আওয়াজে অনেকেরই ঘুম ভেঙে যায়। যদিও এই বিষয়ে স্থানীয়রা কেউই মুখ খুলতে নারাজ।

বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, কেউ বলছে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছে, আবার কেউ বলছে বাজি কিংবা বোমা ফেটেছে। তাঁর দাবি, তৃণমূল রাজত্বে রাজ্যজুড়ে গুন্ডারাজ কায়েম হয়েছে। প্রিয়াঙ্গুর অভিযোগ, ভাটপাড়া থানার ঠিক পিছনে দু'নম্বর গলিতে লুকিয়ে রাখা বোমা ফেটেছে। কিন্তু যে বোমা মজুত রেখেছিল, পুলিশ তাকে না ধরে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাঁর বক্তব্য, দু'নম্বর গলিতে বোমা ফেটেছে। আর বোমা ফাটার শব্দ তিনি ৬ নম্বর গলির নিজের বাড়ি থেকে শুনতে পেয়েছেন।

তাঁর দাবি, দু'নম্বর গলি ঘিঞ্জি এলাকা। তাছাড়া ওখানে একাধিক স্কুল রয়েছে। তাই বড় ধরনের ঘটনা ঘটার তিনি আশঙ্কা করছেন। প্রিয়াঙ্গুর অভিযোগ, রাতে প্রকাশ্যে দুষ্কৃতীরা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃণমূলের ছাতার তলায় থাকায় পুলিশ কিছুই করে না। এমনকি এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটিও পুলিশ আড়াল করার চেষ্টা করছে। অপরদিকে এই ঘটনা নিয়ে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের সাফাই, বোমা না বাজি ফেটেছে, তা এখ নও পরিষ্কার নয়। এমনকি বোমা ফাটার চিহ্নও কোথাও নেই। তবে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

মহামিলন মঠে অধ্যাপক সদানন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওঙ্কারনাথ মিশনের উদ্যোগে মহামিলন মঠে শুরু হয়েছে ১২০ দিনের শ্রী শ্রী ওঙ্কারনাথ অনুধ্যান উৎসবের। শ্রী শ্রী ওঙ্কারনাথ দেব ছিলেন উনবিংশ শতাধীর বাংলার রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ। বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের নবযুগের সূচনা করেন তিনি। একদিকে যেমন দেশের অগ্রগণ্য দেশ প্রধানরা ইন্দিরা গান্ধি থেকে মোরারজি দেশাই, গুলজারিলাল নন্দা আশ্রয় নেন তাঁর কাছে তেমন মা আনন্দময়ী থেকে পীর বিলায়েত ইনায়েত খাঁ থেকে বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা আধ্যাত্মিক ভাবে প্রভাবিত হন। বাংলার বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিতবর্গ ও সাহিত্যিকদের আশ্রয়স্থল ছিলেন শ্রী শ্রী ওঙ্কারনাথ দেব। রবিবার মহামিলন মঠে আয়োজিত হয় অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল লেকচার। এই বছরের স্মারক বক্তৃতা দেন অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের প্রধান কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজ।

তাঁর স্মারক বক্তৃতায় বিঠ্ঠল মহারাজ বলেন, 'আচার্য শ্রীশ্রীভুমানন্দ (অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তী) যেমন ইংরেজি সাহিত্যের এক প্রবাদ প্রতিম অধ্যাপক তেমনই শ্রীশ্রী ওঙ্কারনাথ দেবের উচ্চকোটির সাধক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম প্রাতস্মরনীয় অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তী ।কিভাবে তিনি ওঙ্কারনাথ দেবের মধ্যে ভগবত্তার সন্ধান পেলেন সে ইতিহাস সাধনরাজ্যে অন্তর্গত গূঢ় ইতিহাস। সবটা জানা কারও পক্ষে সম্ভব না।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৩০ জুলাই ২০২৫, ১৩ শ্রাবণ ১৪৩১ বুধবার

ভোটার তালিকায় তোলার আগে নাম যাচাইয়ের নির্দেশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় নাম সংযোজনের সময় সিইও দপ্তরের সমীক্ষায় ধরা পড়ল ভুয়ো ভোটার। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত একবছরে ভোটার তালিকায় তোলা নামগুলি যাচাই করার জন্য জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের তদন্ত করার নির্দেশ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের। এর পাশাপাশি এই ঘটনার তদন্ত করে আগামী ১৪ অগাস্টের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলল সিইও। এর জন্য জেলার সিনিয়র আধিকারিকদের নিয়ে একটি দল গঠন করে এই রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সোমবারই ভোটার তালিকায় নতুন নাম সংযোজন এর ক্ষেত্রে দেখা যায় ১১০ জন ভুয়ো ভোটার। লিস্ট চেকিং বা নমুনা সমীক্ষার সময় ভুয়ো ভোটার ধরেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের আধিকারিকরা। এরপরই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে ডেকে পাঠিয়ে সতর্ক করা হয় অফিসারদের। তিন জেলার তিন বিধানসভার ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারকে। ভোটার তালিকায় থাকা ১১০ জনের নথি যথাযথ দেখেননি ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা। নমুনা সমীক্ষার সময় এই তথ্য ধরা পড়ায় ডাকা হয় ওই তিন আধিকারিককে। পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে খবর, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না বিধানসভা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর বিধানসভা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাটে এই তথ্য ধরা পড়ে। এরপরই প্রশ্নের মুখে পড়েন এই তিন আধিকারিক যে, তথ্য পরীক্ষার সময় কেন এত ভুল তা নিয়ে।

সূত্রের খবর, গত কয়েক মাসের রাজ্যে ভোটার তালিকায় বহু নাম তোলা হয়েছে। যার মধ্যে বহু নাম বিএলওদের দিয়ে যাচাই করা হয়নি। নেওয়া হয়নি উপযুক্ত নথিও। দেখা যাচ্ছে ফর্মের নমুনা পরীক্ষার করার সময় প্রচুর পরিমাণে ভুয়ো নাম উঠে আসছে। ইলেক্ট্রোরাল রেজিস্ট্রেশন আধিকারিকরা এও জানান, বিডিও অফিসে ক্যাজুয়াল ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য।ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের। এবার তাই লিখিত আকারে বিভিন্ন জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের রিপোর্ট চাইল রাজ্যের সিইও দপ্তর।

এসএসসির চাকরিহারাদের ভাতার মামলায় এবার ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি চাকরিহারাদের ভাতা দেওয়ার মামলায় এবার ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য। ভাতা দেওয়ার ওপর সিঙ্গল বেঞ্চের স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হল মামলাও। রাজ্যের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে,*চাকরিহারাদের সামাজিক মান এবং জীবনযাত্রা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই ভাতার ব্যবস্থা। আর এই ভাতা দেওয়ার অধিকার রয়েছে রাজ্যের।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের মাসিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মীদের ২৫ হাজার ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ২০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এরপর এই ভাতা ঘোষণা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন ২০১৬ সালে ওয়েটিং লিস্টে থাকা নিজেদের বঞ্চিত বলে দাবি করা চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে মামলা দায়ের হয়।

শুনানির সময়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রশ্ন তুলেছিলেন, চাকরিহারাদের কেন ভাতা দেওয়া হবে তা নিয়ে। একইসঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল, যদি তাঁদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যাঁরা বেকার তাঁরা কেন ভাতা পাবেন না সে ব্যাপারেও। সেই যুক্তি দেখিয়েই ভাতা দেওয়ার ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সিনহা। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করে।

এক্ষেত্রে আইনজীবী মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, অতি সম্প্রতি এসএসসি মামলায় শীর্ষ আদালত যে রায় দিয়েছে, তাতে স্পষ্ট এসএসসি নিজস্ব রুল জারি করতে পারে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার।

ধর্ষণ-পকসোর ঘটনায় ৬০ দিনের মধ্যে চার্জশিটের নির্দেশ নগরপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লালবাজারে মাসিক ক্রাইম কনফারেন্সের বৈঠকে একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শহরের প্রতিটি থানাকে। শহরের একাধিক কলেজে ইউনিয়নের নেতা ও দাদাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। জানা গিয়েছে, সেই সমস্ত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট এলাকার থানাকে খতিয়ে দেখার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা। পাশাপাশি প্রতিটি কলেজের এবং কলেজ সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি সক্রিয় রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে থানাগুলোকে। এছাড়াও যে কোনও তদন্তের ক্ষেত্রে ৯০ দিনের মধ্যে এবং ধর্ষণ বা পকসোর মতো ঘটনার ক্ষেত্রে ৬০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সঠিকভাবে যাতে তদন্ত হয়, সে ব্যাপারেও নজর রাখতে বলা হয়েছে পুলিশকর্মীদের। প্রতিটি থানায় সর্বক্ষণ পর্যাপ্ত অফিসার রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রতিটি কলেজের এবং কলেজ সংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তায় বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে। কসবা কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনার পর থেকেই ফের কলেজে ইউনিয়নের দাদাগিরি নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। কসবার পরেই আইআইএমের ঘটনা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ফলে কলেজে এবং

সংলগ্ন এলাকা নিয়ে এবার বিশেষ সতর্ক পুলিশ প্রশাসন।

এর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের আওতাধীন শহর ও শহরতলির সবক'টি হোটেল-গেস্ট হাউসে নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে প্রতিটি থানাকে। কলকাতা পুলিশের মাসিক ক্রাইম মিটিংয়ে আনন্দপুরে বিহার পুলিশের অভিযানের বিষয়টি ওঠে। সেখানেই শহরের গেস্ট হাউস, ভাড়াবাড়ি, লজ, থেকে শুরু করে ছোট-বড় হোটেলের তালিকা ধরে অডিটের পথে হাঁটছে কলকাতা পুলিশ। প্রসঙ্গত, বিহারের পটনায় হাসপাতালের আইসিইউয়ে ঢুকে গুলি চালানোর ঘটনায় কলকাতা থেকে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কলকাতার আনন্দপুরে থানা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে একটি গেস্ট হাউস থেকে তাদের আটক করা হয়।

এই ঘটনার পরেই আরও তৎপর কলকাতা পুলিশ। বৈঠকে ঠিক হয়, কোনও অতিথি হোটেল বা গেস্ট হাউসে আসার এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের পরিচয়পত্রের ফোটোকপি-সহ যাবতীয় তথ্য স্থানীয় থানায় জমা করতে হবে গেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষকে। পরে পুলিশ গেস্ট হাউসে এসে অতিথিদের পরিচয় যাচাই করবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে পুলিশকেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। হোটেল-গেস্ট হাউসের অতিথিরা যাতে কোনও ভাবেই অসুবিধা বা হয়রানির শিকার না-হয়, তাও খেয়াল রাখতে হবে পুলিশকে। লালবাজারের তরফে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, হোটেল-গেস্ট হাউসে আধুনিক মানের সিসিটিভি বাধ্যতামূলক, বিশেষত প্রবেশ ও প্রস্থানস্থলে। পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না। লালবাজার জানিয়েছে, নির্দেশিকা না-মানলে হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

আজ রাজ্যে রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ রাজ্যে আসছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একদিনের সফরে বুধবার রাজ্যে আসছেন তিনি। ওই দিন দিল্লি থেকে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছবেন রাষ্ট্রপতি। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে সরাসরি আসবেন কল্যাণী। কল্যাণী এইমসের প্রথম সমাবর্তন* অনুষ্ঠানে তিনি দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন।

এইমস্ কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এইমসে আসছেন, 'এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন ৩ জন ছাত্রের হাতে। তাঁরা হলেন, সান্ধ্যদীপ রায়, কলরব মুখার্জি, কিরণময় মাঝি। এবং সান্ধ্যদীপ রায়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে* সোনার পদক, কলরব মুখার্জি রূপোর পদক ও ব্রোঞ্জের পদক তুলে দেওয়া হবে কিরণময় মাঝির হাতে।'

যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন এইমস কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে প্রশাসনের তরফে কল্যাণীতে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেও যাবেন। সেখানে ভবতারিণীর মন্দিরে আরতি করার কথা আছে তাঁর। রাষ্ট্রপতির সফরের কারণে কলকাতায় বেশ কিছু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

বুধবার বিকেল সাড়ে চারটে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সিঁথি রোড, বিটি রোড, টালা ব্রিজ, বিধান সরণি, শ্যামবাজার পাঁচ মাথা মোড়, ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ, জেএম অ্যাভিনিউ, সিআর অ্যাভিনিউ, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, লালবাজার স্ট্রিট, বিবাদী বাগ, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, আর আর এভিনিউয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ৩১ জুলাই সকাল সাড়ে আটটা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আর আর অ্যাভিনিউ, রেড রোড, খিদিরপুর রোড, হসপিটাল রোড, এজেসি ফ্লাইওভার, মা ফ্লাইওভার, ইএম বাইপাস, হিডকো ক্রসিং, দুর্গাপুর ব্রিজে যান নিয়ন্ত্রণ হবে। এছাড়া ৩০ জুন সকাল ৬টা থেকে ৩১ জুলাই রাত দশটা পর্যন্ত রাজভবনের সামনের রাস্তা দিয়ে সব ধরনের ভারী গাড়ি বন্ধ রাখা হবে।

আলিপুর চিড়িয়াখানার ৫১টি প্রাণীকে ভিন রাজ্যে পাঠানোর অভিযোগ দায়ের পুলিশে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে ৫১টি প্রাণীকে পাঠানো হয়েছে ভিনরাজ্যের বেসরকারি রিহ্যাব সেন্টারে, ইমেলে এমন অভিযোগ করে কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হলেন বন্যপ্রাণী ও চিড়িয়াখানা রক্ষার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা নাগরিক আন্দোলনের কর্মী মহালয়া চট্টোপাধ্যায়। এই ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (বন্দর) হরিকৃষ্ণ পাই জানান, 'শুধুমাত্র একটি সংগঠন নয়, বিভিন্ন সংগঠন থেকে ভিন রাজ্যে বেসরকারি রিহ্যাব সেন্টারে প্রাণী পাঠানোর বিষয়ে ডিসি অফিসে একাধিক অভিযোগ এসেছে। সেগুলো খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী আমরা যা পদক্ষেপ করার করব।'

আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে প্রাণী উধাওয়ের ঘটনা নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে বিতর্ক তুঙ্গে। তরজায় জড়িয়েছেন শাসক-বিরোধী পক্ষও। এর পাশাপাশি মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টেও। এরই মাঝে আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে বেসরকারি জীবজন্তু সংরক্ষণ কেন্দ্রে ৫১টি প্রাণী স্থানান্তরের অভিযোগ সামনে এল। সূত্রে খবর, অভিযোগপত্রে মহালয়া চট্টোপাধ্যায় আর্জি জানান, আলিপুর চিড়িয়াখানা ও রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকে কেন কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে বেসরকারি জীবজন্তুর রিহ্যাব সেন্টারে মোট ৭৮টি প্রাণী পাঠানো হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হোক। এই প্রসঙ্গে মহালয়া চট্টোপাধ্যায় এ-ও বলেন, 'গত ২০২৩-২৪-এ আলিপুরের জুলজিক্যাল গার্ডেনের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে কলকাতা থেকেই ৫১ টি প্রাণী স্থানান্তর করা হয়েছে বেসরকারি এক রিহ্যাব সেন্টারে। কিন্তু, বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের অধীনে প্রাণী বিক্রি নিষিদ্ধ। আলিপুরের জুলজিক্যাল গার্ডেন একটি ঐতিহাসিক চিড়িয়াখানা। যেখানে প্রাণীদের ওপর নজর রাখা থেকে শুরু করে প্রতিপালনের দারুণ সুবিধা রয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানা ছাড়াও এরাজ্যের বেশ কয়েকটি সরকারি মালিকানাধীন চিড়িয়াখানাতেও প্রাণী বা পশুপালনের একই সুবিধা রয়েছে।' আর এখানেই প্রশ্ন, তা হলে কেন আলিপুরের জুলজিক্যাল গার্ডেন থেকে বেসরকারি রিহ্যাব সেন্টারে প্রাণী পাঠানো হয়েছে? কারণ, আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে ওই বেসরকারি

রিহ্যাব সেন্টারের দূরত্ব প্রায় ২৩০০ কিলোমিটার। কোন যুক্তিতে এতটা পথ পাড়ি দিতে হল তার তদন্ত যথাযথ হওয়া দরকার বলে মনে করেন মহালয়া।

অভিযোগপত্রে মহালয়া চট্টোপাধ্যায় এ-ও দাবিও করেছেন, কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত বিধিবদ্ধ রেকর্ড থেকে স্পষ্ট, ২০১৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক প্রাণী নিখোঁজ হয়েছে। কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত প্রাণীর তালিকার পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল তারিখে প্রাণীর সংখ্যা ১১৮৬ থেকে কমিয়ে মাত্র ৯১০ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত প্রাণীর তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর সংখ্যা বা স্থানান্তরিত প্রাণীর সংখ্যা ছাড়া ৩০২টি প্রাণী নিখোঁজ রয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি এমন অভিযোগও করেন, 'আলিপুর চিড়িয়াখানার তরফে বেসরকারি রিহ্যাব সেন্টারে প্রাণী পাঠালেও, সেখানকার কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণের কোনও বিবরণ প্রকাশ করেনি। তেমনই সেন্ট্রাল জু অথরিটিও ২০২৪-২৫ সালের প্রাণী বিধিবদ্ধ তালিকায় ওই বেসরকারি রিহ্যাব সেন্টারে প্রাণীর সংখ্যা, অধিগ্রহণ ইত্যাদিও বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেনি। তালিকাভুক্ত প্রাণীর তথ্য প্রকাশ না-করা আইনত অপরাধ। শুধু তাই নয়, এই ঘটনা আলিপুর চিড়িয়াখানার বন্যপ্রাণীদের নিয়ে সন্দেহজনক কার্যকলাপের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ করা জরুরি। ভারতের সংবিধানের ৪৮এ এবং ৫১এ ধারায় বন্যপ্রাণী পাচার, শিকারের সম্ভাবনা বেআইনি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।'

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল জানার আগেই নম্বর দেখা যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫ সাল থেকেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সেমেস্টার পদ্ধতিতে হচ্ছে। আগামী ৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হতে চলেছে তৃতীয় সেমিস্টার, যা

নতুন পদক্ষেপ শিক্ষা সংসদের

সম্পূর্ণ এমসিকিউ ভিত্তিক ও ওএমআর শিটে হবে। সেই পরীক্ষাতেই এক নতুন পদ্ধতি চালু করছে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবার পরীক্ষার্থীরা রেজাল্ট ঘোষণার আগেই জানতে পারবেন কোন বিষয়ে কত নম্বর পেতে পারেন।

সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিটি পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট স্ক্যান করে সংসদের পোর্টালে আপলোড করা হবে। সঙ্গে থাকবে সরকারি অ্যান্সার কি। পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীরা তাঁদের রেজিস্ট্রেশন ও রোল নম্বর এবং মোবাইলে পাওয়া ওটিপি দিয়ে লগ-ইন করে নিজের স্ক্যান শিট ও উত্তরপত্র দেখে সম্ভাব্য নম্বর হিসেব করতে পারবেন। সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, এই পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ফল প্রকাশের আগেই পরীক্ষার্থীরা নিজেদের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করতে পারবে এবং কোনও অসঙ্গতি থাকলে দ্রুত জানাতে পারবে।

ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেটের তদন্তে নেমে বিস্ফোরক তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেটের তদন্তে নেমে এবার নয়া তথ্য কলকাতা পুলিশের হাতে। এই সমস্ত আধার ও ভোটার কার্ড কী ভাবে তৈরি হল তার খোঁজে এবার কলকাতা পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে, আধার বা ভোটার কার্ডের ফোটোকপি ব্যবহার করেই তৈরি হয়েছে ভুয়ো জন্মের শংসাপত্র। কারণ, প্রাথমিক তদন্তে এমনই তথ্য মিলেছে বলে দাবি কলকাতা পুলিশের। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই চক্রে ধৃত পাঠানখালি পঞ্চায়েতের চুক্তিভিত্তিক কর্মী গৌতম সর্দার ও মিডল ম্যান হাবিবুর। তাদের হোয়াটস অ্যাপের মেসেজ থেকে উদ্ধার প্রচুর আধার ও ভোটারের ফোটোকপি। পুলিশি জেরায় হাবিবুর স্বীকার করেছেন, এই আধার ও ভোটার কার্ডের ফোটোকপি পাঠিয়ে দেওয়া হত গৌতমের কাছে।

গৌতমবাবু সেই আধার ও ভোটারের নাম ও ঠিকানা থেকে ভুয়ো জন্মের শংসাপত্র তৈরি করে ফেলতেন। এরপর পিডিএফ আকারে সেই শংসাপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হত হাবিবুরকে। হাবিবুর প্রিন্ট করে তুলে দিতেন আবেদনকারীকে। এই তথ্য জানার পরই তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই সকল আধার ও ভোটার কার্ডও

'ভুয়ো'। অসৎ উপায়ে এই সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। শুরু হয়েছে এই সমস্ত আধার ও ভোটার কার্ডের তথ্য সংগ্রহের কাজ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় এক তৃণমূল ঘনিষ্ঠ পঞ্চায়েত কর্মী উঠে এসেছিল কলকাতা পুলিশের জালে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবার পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মী গৌতম সর্দারকে গ্রেপ্তারও করা হয় ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট তৈরির অভিযোগে। তদন্তকারীদের দাবি, তিনি ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র তৈরির একটি বড় চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ঘটনার শেষ এখানেই নয়। পাঠানখালি ভুয়ো জন্মের শংসাপত্র কেলেঙ্কারিতে একটি নার্সিংহোমের নাম জড়ানোর পাশাপাশি প্রভাবশালী যোগ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। চুক্তি ভিত্তিক কর্মী গৌতম সর্দারের মাথায় কারা তারও খোঁজে কলকাতা পুলিশ। সম্প্রতি আলিপুর আদালতও গৌতম সর্দারের ওপরে কারা রয়েছেন, তাঁদের খুঁজে বার করে তদন্তের আওতায় আনতে নির্দেশ দিয়েছিল তদন্তকারী আধিকারিককে।

প্রবল বৃষ্টিতে তিনটি জায়গায় ভাঙল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রবল বৃষ্টিতে শহর কলকাতায় তিন জায়গায় ভাঙল বাড়ি। সোমবার রাতে জানবাজারে বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। এরপর মঙ্গলবার সকালে নারকেলডাঙায়, বেলায় মুচিপাড়ায় পুরনো বাড়ি ভেঙে ৩ জন আহত হন। এদিক কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, এই বাড়িগুলি আগে থেকেই বসবাসের অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তা অমান্য করেই বসবাস করছিলেন বাসিন্দারা।

বৌবাজারের মুচিপাড়ায় ৮ নং রাজকুমার বসু লেনে বাড়ি ভেঙে পড়ে ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে সূত্রে খবর। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, বাড়িটির দেওয়ালে চিড় ধরে যায়। ভাঙা বাড়ির পিলার, ইটের চাঁই পড়ে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ম্যাটাডোর পুরো গুঁড়িয়ে যায়। আশপাশের বাসিন্দারা যাতায়াত করতে পারছেন না। আহত তিনজন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। বাড়িটি সারাইয়ের কাজ চলছিল। বাড়ি ভেঙে পড়ায় শ্রমিকরাই আহত হন। ভিতরে কেউ আটকে আছে কিনা দেখা হচ্ছে।

পাঁচ বছরে রেকর্ড ভাঙল কলকাতার জুলাইয়ের বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিগত পাঁচ বছরে ২০২৫-এর জুলাইয়ে কলকাতায় রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। জুন মাসে বৃষ্টি কম থাকলেও, জুলাই মাসে রেকর্ড ৫৯৩.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আলিপুর জানাচ্ছে, স্বাভাবিকের থেকে ৬৪ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। গত বছর ৩২৮.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল জুলাই মাসে। অধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে কলকাতায়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলাতেও অধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

গত ১ জুন থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত বর্ষাকালে যে বৃষ্টি হওয়ার কথা ৫৭১ .৮ মিলিমিটার। সেখানে বৃষ্টি হয়েছে ৬৮০.৮ বৃষ্টি হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে ১৯ শতাংশ বেশি। আবার উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ২৯ শতাংশ বৃষ্টিপাত কম হয়েছে। ১ জুন থেকে ২৮ জুলাই ৭১০.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই সময়ে স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিমাণ ১০০৫.৩ মিলিমিটার। দক্ষিণবঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর ছাড়া সব জেলাতেই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এমনকী গত ২৪ ঘণ্টায় প্রত্যাশা অনুযায়ী সব জায়গা থেকে হালকা, মাঝারি এবং ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। সবথেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ব্যারাকপুরে।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় হালকা মাঝারি এবং ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও কলকাতার কয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কিছুটা ঝোড়ো হাওয়া ৩০ থেকে ৪০ কিমি গতিবেগে থাকবে। মৌসুমী বায়ু বা মৌসুমী অক্ষরেখা উত্তরের দিকে সরে যাওয়ার কারণে এই বৃষ্টিপাত বাড়বে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বাতাসের উপরিভাগে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। বাতাসের

উপরের স্তরে নিম্নচাপ রেখা রয়েছে, সঙ্গে মৌসুমী বায়ু রয়েছে সেই কারণে দক্ষিণবঙ্গে এই বৃষ্টিপাত চলবে।

বৃহস্পতিবার পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং দুই ২৪ পরগনা জেলায় ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। দু'দিন পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত কমতে থাকবে তবে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে।

উত্তরবঙ্গে আগামী চার দিনে সব জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টিপাত হবে। ২ অগাস্ট থেকে চার তারিখ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে। অগাস্টের শুরুতে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে এও জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সোমবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮১ থেকে ৯৮ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৬ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে ৬৯.৩ মিলিমিটার।

স্বর্ণ বিপণিতে প্রতারণা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: বউবাজারের এক স্বর্ণ বিপণিতে প্রতারণার ঘটনা। ঘটনার তদন্তে নেমে প্রতারককে গ্রেপ্তার করল মুচিপাড়া থানার আধিকারিক। সার্জেন্ট অলোক সরকার সিসিটিভি ফুটেজ থেকে প্রাপ্ত ছবি দেখে অভিযুক্তের চেহারা বিশ্লেষণ করে তিনি শুরু করেন তদন্ত। নানা হোটেলে খোঁজ নিয়ে মেলে একটি খবর। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি ঘটনার সপ্তাহখানেক আগে কেন্দ্রীয় কলকাতার একটি হোটেলে ছিলেন। সেখানে থেকেই পুলিশ জানতে পারে ব্যক্তিটি ঝাড়খণ্ডের রাঁচি থেকে এসেছেন। হোটেলে যে ফোন নম্বর তিনি দিয়েছিলেন, তাও বন্ধ। নতুন নম্বরও অচল। এরপর মুচিপাড়া থানার সার্জেন্ট অলোক সরকার প্রযুক্তিগত ভাবে নজরদারি শুরু করেন।

সম্পাদকীয়

নারী নির্যাতন থেকে নিয়োগ দুর্নীতি, নজর ঘোরাতে তৃণমূলের সেরা অস্ত্র এখন এসআইআর

এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন। মাত্র কয়েকদিন আগে এরকম কোনও শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। কিন্তু এই এসআইআর নিয়েই এখন তোলপাড় গোটা দেশ। সৌজন্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে বিহারে এই প্রক্রিয়া শুরু করেছে কমিশন। কমিশন বলছে, ভোটার তালিকাকে আরও নিখুঁত করতেই এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বিহারের পর এবার বাংলায় এসআইআর করা হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। শুরু হয়ে গিয়েছে তার প্রস্তুতিও। এরই মধ্যে কমিশনের তথ্য থেকে প্রাথমিক ভাবে যা উঠে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে পর্যাপ্ত নথি না থাকার জেরে তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছেন প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটার। সংখ্যাটা নাকি আরও বাড়তে পারে। কমিশন বারবার বলছে, এটা চূড়ান্ত নয়। যারা বাদ পড়েছেন তাঁরা ফের আবেদনের সুযোগ পাবেন।বাদ পড়ার তথ্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দিয়েছে তাঁরা। তথ্য বলছে, বাদ যাওয়াদের মধ্যে রয়েছে মূলত মৃত ভোটার, স্থানান্তরিত ভোটার, যাদের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি, এবং এমন কিছু ভোটার যাদের একাধিক রাজ্যে নাম রয়েছে। এই যদি হয় তাহলে তো কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু কমিশনের এসব কথা শুনতে নারাজ রাজনীতির কারবারিরা। তাঁরা আসরে নেমে পড়েছেন। প্রায় সব দলই যে যার মতো ব্যাখ্যা দিচ্ছে। কেউ তো একধাপ এগিয়ে একে এনআরসি-র প্রথম ধাপ বলতেও পিছপা হচ্ছেন না। অনেকে এসআইআর রুখতে সুপ্রিম কোর্টের দরজায়। সবচেয়ে গলা চড়িয়েছে এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। মজার কথা কমিশনের বুথ লেভেল কর্মীরা কিন্তু রাজনৈতিক দলের স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই কাজ করছে। তাহলে নিচুতলা থেকে কেন কোনও প্রতিবাদ বা বিরোধীতা হচ্ছে না? অন্যায় ভাবে কাউকে বাদ দেওয়া হয়, তাঁরা তো বিরোধীতা করবেন, কিন্তু বিহার থেকে সেরকম কিছু শোনা যায়নি। তবে খেলাটা কোথায়? পুরোটাই কি বোকা বানানোর খেলা? তৃণমূলনেত্রী বরাবরই এই মাঠের পাকা খেলোয়াড়। তবে কি আরজি কর, কসবা, যাদবপুর থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ, পুর নিয়োগ দুর্নীতির পাপ থেকে নজর ঘোরাতে এসআইআরকে হাতিয়ার করা হচ্ছে?

শব্দবাণ-৩৪৪

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. গাছের শাখা বা ডাল ৩. বহুভাষী ৫. পচা গরম ৭. উত্তর ৮. পাঠক, যে পড়ে ১০. ফাটা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. জমির পরিচয়পত্র ২. দৌরাত্ম্য ৩. পদ্ম, কমল ৪. যাত্রীর মালপত্র ৬. কুটীর ৯. বিখ্যাত এক ফুল।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৪৩

পাশাপাশি: ১. সংবেদ ৩. বিকচ ৪. প্রণাম ৬. সবল ৯. ওষুধ ১০. জননেতা ।

উপর-নীচ: ১. সচল ২. দক্ষিণা ৩. বিজনেস ৫. মধ্যবিধ ৭. বরজ ৮. ভাঁওতা।

জন্মদিন

আজকের দিন

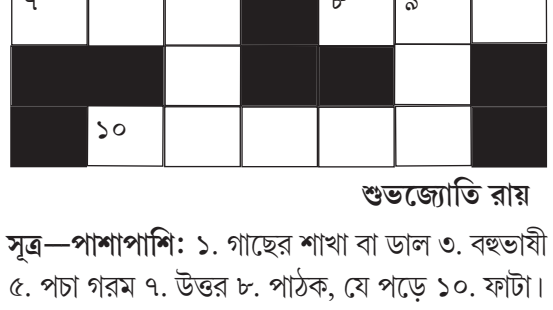

সোনু সুদ

১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মন্দাকিনীর জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সোনু সুদের জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সোনু নিগমের জন্মদিন।*

হিমাচলের হিক্কাম থেকে সাগরের রুদ্রনগর সর্বত্রই মোদির ডিজিটাল ইন্ডিয়া

সমস্ত দেশবাসীর দুয়ারে ডাক পরিষেবা পৌঁছে দিলেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

প্রদীপ মারিক

দেশবাসীর কথা ভাবেন একমাত্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য এনডিএ সরকারের প্রতিটি সাংসদ থেকে মন্ত্রীরা সদা জাগ্রত। মোদি সরকারের প্রত্যেকটি জনমুখী পরিকল্পনা বঙ্গবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেল্ফ হেল্প গ্রুপ বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দলের শত অপচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছে। মোদি সরকারের প্রত্যেকটি জনমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য ডাকবিভাগের প্রয়োজন। বঙ্গের সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপ এর মাতৃশক্তিদের প্রয়োজন ডাকবিভাগের কোন উপদেষ্টা পদে তাহলেই ছাব্বিশে বঙ্গে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ডাকবিভাগকে ডিজিটাল দেশ সেবার অঙ্গ হিসাবে দেখেন। তার মতে ডাকবিভাগ 'এক দল, এক দৃষ্টিভঙ্গি, এক লক্ষ্য, এক ফলাফল' সাফল্যের সূত্রটি কার্যকর করলে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেছেন যে, কর্মকর্তারা যদি তাদের কাজ একত্রিত করেন এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালান, তাহলে ডাক বিভাগকে লাভজনক করা সম্ভব। ডাক বিভাগের এক অফিসার কনক্লেভে বক্তৃতাকালে সিন্ধিয়া বলেন, এক শতাব্দীরও বেশি পুরনো ডাক বিভাগ ১৯৫২ সাল থেকে ভারতের সংস্কৃতি ও ইতিহাসে গভীরভাবে প্রোথিত এবং এখন রূপান্তরের সময়। ২০২২-২৩ থেকে ২০২৯-৩০ পর্যন্ত আট বছরের জন্য ৫৭৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ের জন্য ১৯ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে মন্ত্রিসভা আইটি প্রকল্প ২.০ অনুমোদন করে। ডেটামাইগ্রেশন, সিস্টেম যাচাইকরণ এবং কনফিগারেশন প্রক্রিয়াসম্পন্ন করে নতুন সিস্টেমের মসৃণ ও কার্যকরভাবে চালু হওয়ার অপেক্ষায়। এই নতুন এপিটি অ্যাপ্লিকেশনটি উন্নত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা, দ্রুত পরিষেবা সরবরাহ এবং একটিআরও গ্রাহক-বান্ধব ইন্টারফেস প্রদানের জন্য ডিজাইন করাহয়েছে, যা স্মার্ট, দক্ষএবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত ডাক পরিষেবা প্রদানে তাদের অটল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। ডাক বিভাগ জমি সম্পদের নগদীকরণ এবং নতুন ব্যবসায়িক ক্ষেত্র বিকাশের মাধ্যমে তার বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে একটি লাভজনক উদ্যোগে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য রাখে। কৌশলগত উল্লম্বভাবে পুনর্গঠন করে, বিভাগটি বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান এবং আপগ্রেডের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য অংশীদারিত্ব করছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপর উল্লেখযোগ্য মনোযোগ সহ সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে, ইন্ডিয়া পোস্ট পাঁচ বছরের মধ্যে একটি লাভজনক কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। ডাক ব্যবস্থাকে লাভজনক করতে এবার তৎপর কেন্দ্র সরকার। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে ডাক বিভাগের আধিকারিকদের একটি বৈঠক হয়। আর সেখানেই ডাক ব্যবস্থার হাল ফেরাতে ১৫ দফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কর্মীদের উপর এবার নির্দিষ্ট টার্গেট বেঁধে দিতে চলেছে কেন্দ্র। তবে, কোনও কর্মীর উপর কত টাকার টার্গেট দেওয়া হবে তা ঠিক করবে সংশ্লিষ্ট সার্কেল। আর এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই ডাক বিভাগের কর্মীরা কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করলেও বঙ্গের সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপ এর মাতৃশক্তিরা মোদি সরকারের সব পরিকল্পনা ডাকবিভাগের মাধ্যমেই করতে চাইছেন, কারণ ছাব্বিশের বঙ্গে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আনার একান্ত প্রয়োজন। জ্যোতিরাদিত্যে সব থেকে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা হল নতুন পরিষেবার মাধ্যমে নতুন গ্রাহক টাকা, ডাকঘরের মাধ্যমে নতুন কী কী ব্যবসা করা যায় তা চিহ্নিত করা, লেনদেন না হওয়া শাখা চিহ্নিত করা বা ভাল কাজ করলে সেই কর্মী বা ডাকঘরকে পুরস্কৃত করা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন আমলে ১৬১০ সাল থেকে কলকাতার সঙ্গে দিল্লির ডাক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ডাক গ্রহণ ও প্রেরণের জন্য ডাকচৌকির দারোগা বা সুপারিনটেন্ডেন্ট নিয়োগ করা হয়। ১৭৬৬ সালে রবার্ট ক্লাইভ প্রথমবারের মতো ডাক ব্যবস্থার সংস্কার করেন। কলকাতায় একজন পোস্টমাস্টার নিয়োগ করা হয়, কলকাতার সঙ্গে ৬টি ডাক যোগাযোগ কেন্দ্রের সংযোগ স্থাপন করা হয়। এই ব্যবস্থাকে বলা হতো ক্লাইভের ডাক। বিবাদী বাগ এলাকার ঐতিহাসিক জিপিও ভবনটি তৈরি হয় ১৮৬৮ সালে। ডাক বিভাগের কাজ শুরু হওয়ার আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির করণিকেরা এখানে বসেই কাজ করতেন। তাই একে তখনকার দিনে রাইটার্স বিল্ডিংও বলা হতো। আবার এই ভবনেই ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের একটি অংশ। এই ভবনের প্রতিটি অংশে এ ভাবেই জড়িয়ে আছে ইতিহাস। ১৭৯৩ সালে এক বিধি জারির মাধ্যমে ডাক ব্যবস্থা আরও সংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক রূপ লাভ করে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় ডাক যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব বর্তায় জমিদারদের ওপর। এ সময়ে ব্যবসায়ীরা তাদের নিজস্ব ডাক ব্যবস্থাও চালুর করে। এ ডাকব্যবস্থাকে বলা হতো মহাজনি ডাক। ১৮৫৮ সালে লর্ড ডালহৌসি প্রথম ভারতে আধুনিক ডাক ব্যবস্থা প্রচলন করেন। ১৮৫৪ সালে সমন্বিত আধুনিক ডাকব্যবস্থার অধীনে দূরত্বভিত্তিক চিঠি পাঠানোর মাশুলের পরিবর্তে ওজনভিত্তিক মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়। এ সময়ে প্রথম সর্বভারতীয় ডাকটিকিট প্রবর্তন করা হয়। দ্রুত ডাক পরিবহণের মাধ্যম হিসাবে রেল পরিবহণ ব্যবস্থার সহায়তা গ্রহণ করা হয় এবং রেলওয়ে মেইল সার্ভিস অর্থাৎ 'আরএমএস' চালু হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ডাক বিভাগে ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ডাক সহকারীরা ডাকঘরে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তারা গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ পরিচালনা করেন এবং সময়মত পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করেন, অন্যদিকে বাছাই সহকারীরা রেলওয়ে ডাক পরিষেবা, বিমান ডাক বাছাই ইউনিট এবং ট্রানজিট ডাক অফিসের মতো ডাকঘরে কাজ করেন যাতে ডাক এবং পার্সেলগুলির সঠিক এবং সময়মত বাছাই নিশ্চিত করা যায়। দেশব্যাপী পণ্য পরিবহনে নতুন রূপ আনতে ভারতীয় ডাক বিভাগ দুটি নতুন সেবা চালু করেছে। এই দুটি সেবা হল 'মোবাইল পার্সেল ভ্যান' এবং 'লজিস্টিক পোস্ট।' গ্রাহকরা এখন সহজেই এবং সস্তায় পণ্য পাঠাতে পারবেন, দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিকভাবে। পেশাদারিত্ব, উদ্ভাবন ও দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারতীয় ডাক বিভাগ কর্পোরেট ধাঁচের যে কাঠামো গড়ে তুলেছে, সিন্ধিয়া তার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ডাক বিভাগকে লজিস্টিক্স ও আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তুলতে হবে, পাশাপাশি এর জন পরিষেবার দিকটিও ভুললে চলবে না।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন আমলে ১৬১০ সাল থেকে কলকাতার সঙ্গে দিল্লির ডাক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ডাক গ্রহণ ও প্রেরণের জন্য ডাকচৌকির দারোগা বা সুপারিনটেন্ডেন্ট নিয়োগ করা হয়। ১৭৬৬ সালে রবার্ট ক্লাইভ প্রথমবারের মতো ডাক ব্যবস্থার সংস্কার করেন। কলকাতায় একজন পোস্টমাস্টার নিয়োগ করা হয়, কলকাতার সঙ্গে ৬টি ডাক যোগাযোগ কেন্দ্রের সংযোগ স্থাপন করা হয়। এই ব্যবস্থাকে বলা হতো ক্লাইভের ডাক। বিবাদী বাগ এলাকার ঐতিহাসিক জিপিও ভবনটি তৈরি হয় ১৮৬৮ সালে। ডাক বিভাগের কাজ শুরু হওয়ার আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির করণিকেরা এখানে বসেই কাজ করতেন। তাই একে তখনকার দিনে রাইটার্স বিল্ডিংও বলা হতো। আবার এই ভবনেই ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের একটি অংশ। এই ভবনের প্রতিটি অংশে এ ভাবেই জড়িয়ে আছে ইতিহাস। ১৭৯৩ সালে এক বিধি জারির মাধ্যমে ডাক ব্যবস্থা আরও সংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক রূপ লাভ করে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় ডাক যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব বর্তায় জমিদারদের ওপর। এ সময়ে ব্যবসায়ীরা তাদের নিজস্ব ডাক ব্যবস্থাও চালুর করে। এ ডাকব্যবস্থাকে বলা হতো মহাজনি ডাক। ১৮৫৮ সালে লর্ড ডালহৌসি প্রথম ভারতে আধুনিক ডাক ব্যবস্থা প্রচলন করেন। ১৮৫৪ সালে সমন্বিত আধুনিক ডাকব্যবস্থার অধীনে দূরত্বভিত্তিক চিঠি পাঠানোর মাশুলের পরিবর্তে ওজনভিত্তিক মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়। এ সময়ে প্রথম সর্বভারতীয় ডাকটিকিট প্রবর্তন করা হয়। দ্রুত ডাক পরিবহণের মাধ্যম হিসাবে রেল পরিবহণ ব্যবস্থার সহায়তা গ্রহণ করা হয় এবং রেলওয়ে মেইল সার্ভিস অর্থাৎ 'আরএমএস' চালু হয়।

প্রতিটি নাগরিককে আরও ভালো, দ্রুত এবং ডিজিটালভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষেবা প্রদানের স্বার্থেই এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছে। এই ডিজিটাল রূপান্তর ডাক পরিষেবাকে আরও আধুনিক এবং কার্যকরী করে তুলবে বলে আশা করাহচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবাসী সুরক্ষিত। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসী এক। মোদি বার বার মনে করিয়ে দেন জাতীয়তাবাদ কেবল একটা শব্দ নয় এটা একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সমোচ্চারিত ধ্বনি যেখানে প্রতি নিয়ত ভারত মাতার জন্য দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আবেগ স্পন্দিত হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় মনে করেন, যে ভাবে বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকের ওপর হামলা হল তা সর্বোত্তই নিন্দনীয়। এই বিষয়ে এখন থেকেই সজাগ থাকতে হবে কেবল মাত্র নিরাপত্তা প্রশ্নেই নয় যে সব জেহাদীরা ভারতে থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে কোন খারাপ কথা বলবে তাদের সাথে সাথেই গ্রেপ্তার করতে হবে কারণ দেশবাসীর সুরক্ষা মানেই নরেন্দ্র মোদি। এই মোদিকে যারা সম্মান দেন তাদেরকেও সম্মান জানাতে হবে। মহুয়া উপাধ্যায় এও বলেন, কাশ্মীরে নিরীহ হিন্দু পর্যটকের ওপর হামলার অবহেই আরএসএস সয়ং সেবক 'দ্যা লিজেন্ড নরেন্দ্র মোদি' গ্রন্থের লেখক তথা বারুইপুর ডাকঘরের কর্মী প্রদীপ মারিক কে সম্মান তো দূরের কথা তার প্রতি যে ভাবে বারুইপুর ডাকঘরের উর্দ্ধতন কর্মচারীরা বৈমাত্রি সুলভ আচরণ করছেন তা এক প্রকার হিন্দুত্বের অপমান। বারুইপুর ডাকঘরের উর্দ্ধতন কর্মচারীরা 'দ্যা লিজেন্ড নরেন্দ্র মোদি' গ্রন্থের লেখককে বারুইপুর থেকে রুদ্রনগরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে বদলি করলেন কারণ তিনি কেবলমাত্র নরেন্দ্র মোদির ওপর বই প্রকাশ করেছেন বলে। তিনি বারংবার হিন্দুত্বের শ্রমিক সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করলেও তাকে তো হিন্দু শ্রমিক সংগঠনে যোগ দিতেই দেওয়া হয় নি তার বদলে ১০০ কিলোমিটার দূরে বদলির বাবস্থ্যা করলেন। মহুয়া উপাধ্যায় পাল এ ব্যাপারে সার্কেলের উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন। বারুইপুর ডাকঘরের উর্দ্ধতন কতৃপক্ষ এতে কেবলমাত্র হিন্দুত্বের লেখককেকে অপমান করলেন না পক্ষান্তরে জেহাদীদের প্রশ্রয় দিলেন। কারণ নরেন্দ্র মোদির ওপর গবেষণা মূলক গ্রন্থ লেখার জন্য যদি তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী আইন অনুযায়ী বাড়ি থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে বদলির ব্যাবস্থা না করে বাড়ি থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে বদলি করলেন, অসুস্থতার জন্য ছুটি নিলে তার বেতন ও কেটে নেওয়া হল, তাতে কি এক হিন্দু লেখককে অপমান করে জেহাদিদের প্রশ্রয় দেওয়া হল না ! অথচ সেই হিন্দুত্ববাদী লেখক রুদ্রনগর পোস্টঅফিস কে ভারতের সেরা পোস্টঅফিস করতে প্রাণপ্রন চেষ্টা করে চলেছেন। সাগর দ্বীপের প্রাণ কেন্দ্র রুদ্রনগর পোস্টঅফিসে সপ্তাহের এক একদিন প্রায় ৮০০ থেকে ৯০০ টি নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। একদিনে ৯০০ নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার নিরিখে সমস্ত ভু ভারতের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে রুদ্রনগর পোস্ট অফিস। রুদ্রনগর ডাকঘরের প্রতিটি কর্মী সকাল সাড়ে ছ টার মধ্যে ডাকঘরে পৌঁছে রাত দশটা পর্যন্ত সাগর দ্বীপ বাসীকে পরিষেবা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন জোতিরাদিত্যের উন্নত ভারত গড়ার স্বপ্ন কে। অথচ এই রুদ্রনগর পোস্টঅফিস এত টাই স্বল্প পরিসরে কর্মীদের কাজের খুব অসুবিধে হয়, জেনারেটরের কোন ব্যবস্থা ও নেই। ইলেকট্রিক চলে গেলে বসেই থাকতে হয় কর্মীদের। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল এই বিষয়ে দৃষ্টি গোচর করেন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি নেত্রী বৃন্দের কাছে। তারা কথা দিয়েছেন আগামী এক মাসের মধ্যে রুদ্রনগর পোস্টঅফিস স্থানান্তরের জন্য উপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন। মহুয়া উপাধ্যায় এর মত প্রতিবাদী মাতৃশক্তিকে দরকার যারা প্রয়োজনে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের পাশেও থাকতে পারবেন আবার সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প বঙ্গের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। কারণ বারুইপুর ডাকঘর বলে নয় বঙ্গের সুবিধাবাদী কিছু ডাককর্মী ভারতীয় মজুদুর সংগঠন করলেও তলে তলে বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দলের চার ফুট নেতাদের সঙ্গে সাখ্যতা বজায় রেখে চলেন। না হলে আরএসএস স্বয়ং সেবককে কেন বিজেপি মজদুর ইউনিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না ! বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দলের সঙ্গে কিসের সেটিং করছে বারুইপুর ডাকঘরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। ছাব্বিশে রাজ্যের বর্তমান আঞ্চলিক শাসক দল কে সরিয়ে দিতে অগ্নিমিত্রা পল, মহুয়া উপাধ্যায়, রেখা পাত্রের মত মাতৃশক্তিদের দরকার পোস্ট অফিসের কোন উপদেষ্টা পদে, তাহলেই আইটি ২.০ সফল হবে। বঙ্গে ডাবল ইঞ্জিন সরকার গড়ে মোদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ ত্বরান্বিত করবেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

খোদ তৃণমূল নেতার বাড়িতে দ্বৈত নাগরিক দম্পতির খোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এসআইআর নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। জোরালো প্রতিবাদ তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস ও দল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই পরিস্থিতির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর ছত্রছায়ায় মিলল দ্বৈত নাগরিকত্বের এক দম্পতির খোঁজ। ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশেই ভোটার তালিকায় নাম ওই বাংলাদেশি দম্পতির। বিষয়টি জানতে গেলে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের দেখে গা ঢাকা দেন ওই বাংলাদেশি দম্পতি। অভিযোগ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। ভাইপোর বাড়িতেই থাকেন ওই দম্পতি। ভাইপো স্থানীয় পঞ্চায়েতের এনআরইজিএ প্রকল্পের সুপারভাইজার। সঙ্গে অঞ্চল তৃণমূল কমিটির সম্পাদক। ফলে শাসক দলের ছত্রছায়ায় বহাল তবিয়তে রয়েছেন অভিযুক্ত দম্পতি আকবর আলি গাজী ও তাঁর স্ত্রী ফারহানা গাজী। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদের মাখ লগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের। স্থানীয়দের অভিযোগ, অভিযুক্তদের খোঁজে যে নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওই স্বামী-স্ত্রী দুই দেশেরই ভোটার।

এলাকার মানুষের অভিযোগ, ২০১৯ সালে আকবর আলি গাজী ও তাঁর স্ত্রী ফারহানা গাজী ভারতে চলে আসেন। এবং মাখালগাছা অঞ্চলের গিয়াস উদ্দিন গাজীর বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। এই গিয়াস উদ্দিন গাজী মাখলগাছা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এবং সেখানকার এনআরইজি-এর সুপারভাইজার। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ইবাদুল সানা বহুবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। এলাকার মানুষ-সহ স্থানীয় মেম্বার চাইছেন যে, ওই আকবর আলি গাজী এবং তাঁর স্ত্রী ভারত থেকে চলে যাক। এবং এদের দু'জনকে যে বাড়িতে রেখে দিয়েছিল সেই গিয়াস উদ্দিন গাজীর কঠিন শাস্তি হোক। যদিও গিয়াস উদ্দিন গাজী বলেন, 'আমি এসব কিছুই জানিনা। যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে, সরকার যা ব্যবস্থা নেবে আমরা মাথা পেতে নেব।' এলাকায় বিষয়টি নিয়ে খোঁজ খবর হতেই গাঁ-ঢাকা দিয়েছেন ওই দম্পতি। এই প্রসঙ্গে কড়া সমালোচনা করেছেন বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য। তাঁর বক্তব্য, 'এরকম শত শত আকবর আলিরা তৃণমূলের নেতাদের ছত্রছায়ায় থেকে তাঁদের মদতে এদেশের কাগজপত্র তৈরি করছে। এরাই তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক। নির্বাচনে যত সন্ত্রাস, সব এদের দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে। দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য বসিরহাটকে ভারতে ঢোকার প্যাসেজ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশের কোনও পরোয়া নেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর ভোটব্যাঙ্ক হলেই হলো। তাই অবিলম্বে ভারত সরকারের এই ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।

মেয়েকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার সৎ বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: নাবালিকা সৎ মেয়েকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে সৎবাবাকে গ্রেপ্তার করল বহরমপুর থানার পুলিশ। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বহরমপুর থানার বেলপুকুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সুখেন মাঝি। বহরমপুর থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'তদন্তে নেমে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হচ্ছে।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কন্যাসন্তান সহ ঝিলিক মাঝিকে বিয়ে করেন সুখেন মাঝি। ঝিলিক মাঝির প্রথম পক্ষের চোদ্দ বছরের কন্যাসন্তান বর্তমানে বলরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া। গত ২৭ জুলাই বহরমপুর থানার আইসির হোয়াটসঅ্যাপে মেয়ের ওপর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ জানান ঝিলিকদেবী। বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ অভিযোগ পেয়ে সেদিনই সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ঘটনার তদন্তে যান এক মহিলা পুলিশ অফিসার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেদিন রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে স্বামীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ঝিলিক মাঝি। অভিযোগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, বেশ কিছুদিন থেকেই তাঁর স্বামীর প্রথম পক্ষের নাবালিকা মেয়ের ওপর কুনজর ছিল। আগেও এবিষয়ে তাকে সতর্ক করা হয়েছিল। ২৭ জুলাই নাবালিকাকে একলা পেয়ে তাঁর ওপর শারীরিক বল প্রয়োগ করে যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। পাশবিক অত্যাচার থেকে বাঁচতে নাবালিকা তাঁর মাকে সমস্ত কথা খুলে জানায়। তারপরই ঝিলিকদেবী বহরমপুর থানার আইসিকে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপে অভিযোগ জানান। পরে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। উল্লেখ্য, নিজের মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ কয়েকদিন আগে ভগবানগোলার অভিযুক্ত বাবাকে যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছেন লালবাগ মহকুমা আদালতের বিচারক। তিনদিন আগে ছয় বছরের শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে এক যুবক। জেলায় বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে নারীদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

SBI | এসবিআই খড়গপুর শাখা (০০২০২) | **গাড়ি নিলাম**

পোঃঅঃ- খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০২, ই-মেল: sbi.00202@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ : নাম : শ্রী রাহুল মজুমদার, মোঃ- ৮৩৭৩০৫৩৬৫০, ই-মেল: sbi.00202@sbi.co.in

ব্যাঙ্কের কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি/যানবাহনগুলি ০৮.০৮.২০২৫ (শুক্রবার) তারিখ উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত এসবিআই খড়গপুর শাখা, পোঃঅঃ- খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০২ -তে, যোগাযোগ নং- ৮৩৭৩০৫৩৬৫০ / ৯৭৩২৬৪৭০৯৫।**

গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় এবং স্থান	নির্মাণের বর্ষ	বিড বর্ধিত মূল্য টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাঃ)
১.	**মডেল এবং তৈরি: হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিঃ, XCENT 1.2 CRDI 6,** রেজিঃ নং.: **WB-34BK-1634,** রেজিঃ তারিখ: ০৭.০২.২০১৯, ইঞ্জিন নং **D3FBJM685831,** চেসিস নং: **MALA741ELJM349277,** মালিকের নাম: প্রয়াত রাজেন্দ্র প্রসাদ পাত্র পিতা সম্বরি পাত্র	০৫.০৮.২০২৫ (শনিবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে এসবিআই খড়গপুর শাখা	২০১৮	১০০০.০০ টাকা	৬৭,০০০.০০ টাকা (জিএসটি সহ)

দ্রষ্টব্য : এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি অন্তর্ভুক্ত

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।

ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের **(ইএমডি ৬,৭০০.০০ টাকা)** ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **"এসবিআই খড়গপুর শাখা"-র অনুকূলে ০৭.০৮.২০২৫** তারিখে **বিকেল ৩:০০টা** পূর্বে নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ "'বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র' প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।

খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।

গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।

ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা, আরটিও-র মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**

ঙ) কোনও কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।

চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **"এসবিআই খড়গপুর শাখা"** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ৩০.০৭.২০২৫ | **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান : খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর | **এসবিআই খড়গপুর শাখা**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN : L45209WB1924PLC004969

রেজিঃ অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউজ', ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০১৭

ফোন: + ৯১ ০৩৩ ২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮

ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ২ জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে,০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে যে সকল ভৌত আকারে শেয়ার দাখিল পুনর্নথিভুক্তকরণের জন্য দাখিল করা হয়েছিল এবং অপ্রতুল নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্য কারণে বাতিল/ফেরত/ব্যবস্থিত হয়নি সেগুলি পুনর্নথিভুক্ত করণের জন্য।

০৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাসের মেয়াদে এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সময়কালে, সমস্ত পুনর্নথিভুক্ত করা সিকিউরিটিজ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে ইস্যু করা হবে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তর অনুরোধ কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন।

পুনর্নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, "সিমপ্লেক্স হাউস" ২৭, শেক্সপিয়র সরণি কলকাতা -৭০০০১৭ ফোন (০৩৩) ২৩০১১২১৫/২১৬/১৬০০ ইমেল : secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com	মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড ৩৮৩, লেক গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০৪৫ ফোন (০৩৩) ৪০৭২৪০৫১/৫২ ফ্যাক্স (০৩৩) ৪০৭২৪০৫০ ইমেল mcssta@rediffmail.com/ mcssta2012@gmail.com

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি. এল. বাজোরিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
কমপ্লায়েন্স অফিসার
M. No. F3020

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.০৭.২০২৫

চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L13100WB1978PLC031670

রেজিস্টার্ড অফিস : ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১

ফোন : + ৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৯৮০৮/ ২২৪৮ ৮১৭৩, ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ০০২১/২২১০ ৭৮৯৩

ইমেল : chandisteelindustries@gmail.com

ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ২ জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে,০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে যে সকল ভৌত আকারে শেয়ার দাখিল পুনর্নথিভুক্তকরণের জন্য দাখিল করা হয়েছিল এবং অপ্রতুল নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্য কারণে বাতিল/ফেরত/ব্যবস্থিত হয়নি সেগুলি পুনর্নথিভুক্ত করণের জন্য ০৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাসের মেয়াদে এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি (আরটিএ), মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট : চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ২৩ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১, **mdpldc@yahoo.com** যোগাযোগ নং ০৩৩-২২৪৮২২৪৮/২২৪৩৫০২৯ বা কোম্পানির নিকট -৩, বেন্টিং স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, যোগাযোগ -০৩৩-২২৪৮৯৮০৮/২২৪৮৮১৭৩, ই-মেল : **chandisteelindustries@gmail.com** নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিগুলি সহ পুনর্নথিভুক্তর জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, শেয়ারসমূহ যা স্থানান্তরের জন্য পুনর্নথিভুক্ত করা হবে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোম্পানি/আরটিএ এর নিকট অব্যবস্থিত রয়েছে) সেগুলি কেবলমাত্র ডিমাট আকারেই ইস্যু করা হবে।

চণ্ডী স্ট্রিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সীমা চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম নং : এ২১২২৪

তারিখ : ২৯ জুলাই ২০২৫
স্থান : কলকাতা

AXIS BANK | অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায় ।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক. বর্তমান তারিখে বকেয়া খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. (প্রতিকী) দখলের তারিখ
শ্রী তিমির খানরা শ্রী হিমাংশু খারা এবং শ্রী সমীর খানরা	ক) **১৫,৮৯,৯৮৯.৮১ টাকা, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০২৬১৭১০৭৮, ২৩.০৭.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৩৬,০২৪.৬০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০২৬১৭১০৮১, ২৩.০৭.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া।** খ) ২৯.০৭.২০২৪ গ) ২৮.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ ডেসিমেল কমবেশি এবং অবস্থিত মৌজা : মহাবাতনগর, জেএল নং ১২২, এলআর খতিয়ান নং ১৮৫৪, প্লট নং ১৯৯১, থানা : রায়দিঘি, নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পাঁচু গোপাল সর্দার এর জমি সম্পত্তি ; **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক; **পূর্বে :** মনোমোহন মন্ডলের জমি সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** নারায়ণ গিরির জমি সম্পত্তি।

তারিখ- ৩০.০৭.২০২৫, স্থান- পশ্চিমবঙ্গ | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা | **ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৯.০৮.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৯.০৮.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩,২৯,১৩,৫১২.০০ টাকা (তেরো কোটি উনত্রিশ লাখ তেরো হাজার পাঁচশ বারো টাকা) ০৯.০৩.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অ্যালায়ড ব্যাপার প্রা. লি. ঠিকানা -** ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, কলকাতা - ৭০০০০১ **আরও ঠিকানা - মেসার্স অ্যালায়ড ব্যাপার প্রা. লি.** ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রীমতি রানী দেবী সুরেকা,** স্বামী কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০১৯ **শ্রী রাজেশ সুরেকা,** পিতা কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি বাস্তু জমি পরিমাণ ৩৬ ডেসিমেল (১৮ ডেসিমেল-১৮ ডেসিমেল) , মৌজা : চন্দনহাটি, জেএল নং ১০৪, দাগ নং অংশ ১৬৯, খতিয়ান নং আরএস ৭২ এবং এলআর - ৯০ এবং ৭৭, হোল্ডিং নং ৩৮, বামুনমুড়া মেন রোড, পো : মধ্যমগ্রাম, থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ১৭, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪। (জমির অবস্থান বামুনমুড়া মেন রোডের উত্তর দিকে এবং যাওয়া যায় ৮ ফুট চওড়া রাস্তা দিয়ে)।
স্বত্ব দলিল নং ০০৫১১-২০১৩ সালের (সংশোধিত দলিল নং ০১১২০-২০১৩ সালের) এবং দলিল নং ১২৬২৯/২০১২ এবং ঘোষণা দলিল নং ১৪৩৭৭/২০১২। (স্বত্বাধিকারী মেসার্স অ্যালায়েড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড)।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস দাগ নং ১৬৯ (অংশ), মৌজা : চন্দনহাটি, **দক্ষিণে :** অংশত ব্যক্তিগত চলার পথ এবং অংশত অবশিষ্ট অংশ আরএস দাগ নং ১৬৯ (অংশ) মৌজা : চন্দনহাটি, **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ১৭০, **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮। **সম্পত্তি মেসার্স অ্যালায়েড ব্যাপারর প্রা লি এর নামে।**
সংরক্ষিত মূল্য ৭৬,০০,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা : ৭,৬০,০০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@ psballiance.com** বা ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ৩০.০৭.২০২৫ | সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে | অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ কলকাতা | | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রঘুনাথগঞ্জ শাখা
রঘুনাথগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৫

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৯.০৪.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা ১. মেসার্স দত্ত এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী - উদয় দত্ত** গ্রাম - জারুর, পো - জারুর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৫ **২. শ্রী উদয় দত্ত (স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা)** পিতা নিমাই চন্দ্র দত্ত, গ্রাম - জারুর, পো - জারুর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ **৩. শ্রী নিমাই চন্দ্র দত্ত (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত বামা পদ দত্ত, গ্রাম - জারুর, পো - জারুর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৫, **রঘুনাথগঞ্জ শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৪৩,৪১,০০০.০০ টাকা** (তেতাল্লিশ লাখ একচল্লিশ হাজার টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **৪৩, ৪১,০০০.০০ টাকা** (তেতাল্লিশ লাখ একচল্লিশ হাজার টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ , মৌজা : জরুর, জেএল নং ১১০, এলআর খতিয়ান নং ১১০৭, দাগ নং এলআর ১৪৯২, জমির এরিয়া : ২.৫০ ডেসিমেল, বারালা, পো : বারালা এবং থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি : ভিটা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৫২২৭ তারিখ ১৩.১১.১৯৯৫, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর জাঙ্গিপুর, **সম্পত্তি শ্রী নিমাই চন্দ্র দত্ত,** পিতা প্রয়াত বামাপদ দত্ত এর নামে। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** রাধেশ্যাম দত্তর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** কৃপাসিন্ধু দত্তর সম্পত্তি; **পূর্বে :** লালটু দত্তর সীমা পাঁচিল; **পশ্চিমে :** প্রধান মেটাল রোড।

তারিখ : ২৯.০৭.২০২৫ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : রঘুনাথগঞ্জ | ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দ্রষ্টব্য : ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে ২৬.০৫.২০২৩ তারিখে ইস্যুকৃত পূর্বের দখল নোটিশ কিছু প্রযুক্তিগত কারণে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করা হল।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০০১

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **শ্রী মনোজ কুমার ভুঁইয়া (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)**
বসবাসের ঠিকানা : ১৬/১/এইচ/১, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০০৬৭
ব্যবসায়িক ঠিকানা : পবিত্র হোসিয়ারি, বি/১৬/১/এইচ/১, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০০৬৭
ব্যবসায়িক ঠিকানা : প্রতিমা গারমেন্টস, ১৬/১/এইচ/৪৮/২৪, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০০৬৭

২. **শ্রীমতী প্রতিমা ভুঁইয়া (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা)**
বসবাসের ঠিকানা : ১৬/১/এইচ/১, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০০৬৭
ব্যবসায়িক ঠিকানা : পবিত্র হোসিয়ারি, বি/১৬/১/এইচ/১, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০০৬৭
ব্যবসায়িক ঠিকানা : প্রতিমা গারমেন্টস, ১৬/১/এইচ/৪৮/২৪, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কলকাতা - ৭০০০৬৭

বিষয় : শ্রী মনোজ কুমার ভুঁইয়া এবং শ্রীমতী প্রতিমা ভুঁইয়ার নামে ইন্ডিয়ান ব্যাংক, অরবিন্দ সরণি শাখায় আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট - রেজিস্ট্রেশন সিআইএফ নং- ৩০১৩৮৬৯০৩৩৫

আপনাদের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয়জন হলেন ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার (গণ) এখন অথবা সমস্ত বাস্তব সময়ে। আপনাদের মধ্যে প্রথমে বন্ধকদাতা (গণ) হলেন যারা আপনাদের উভয়ের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা হিসাবে আপনার সম্পদ প্রদান করেছেন।
আপনাদের অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনারা উভয়েই তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	অ্যাকাউন্ট নাম্বার	মঞ্জুরিকৃত পরিমাণ
1. Micro CC	50250701654	৩০ লক্ষ টাকা
2. FITL	7084864236	৬.০৭ লক্ষ টাকা
3. MSME TL	58000896072	৬.০০ লক্ষ টাকা
4. MSME GECLS	7173485486	৩.০০ লক্ষ টাকা
5. IB-HL-RES	50482929994	১৭.০০ লক্ষ টাকা

আপনাদের মধ্যে ১ম এবং ২য় জন উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্র সম্পাদন করেছেন

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
1. Micro CC A/C No. 50250701654	১. অনুমোদনের স্বীকৃতি,
2. FITL A/C No. 7084864236	২. ডিমান্ড প্রমিসরি নোট
3. MSME TL A/C No. 58000896072	৩. হলফনামা দ্বারা ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতার ঘোষণা
4. MSME GECLS A/C No. 7173485486	৪. স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকীর নিশ্চিতকরণের পত্র
5. IB-HL-RES A/C No. 50482929994	৫. এডিভি ৪২ ইত্যাদি

উক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য বন্ধকদত্ত সম্পত্তির সকল অংশ এক বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫০৪ বর্গফুট সিমেন্টের মেঝে কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তি ১ম তপশিলে বর্ণিত মতে যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ প্রেমিসেস নং ১৬/১এফ, বিপ্ল বী বারিণ ঘোষ সরণি, কলকাতা : ৭০০০৬৭, থানা মানিকতলা, কলকাতা : ৭০০০৬৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : কলকাতা, তপশিলে বর্ণিত মতে ১ম জনের মালিকানা অধীন।
একাধিকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনি সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায় না দেওয়ায় আপনাদের সকলকে এবং ব্যক্তিগতভাবে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিতে খেলাপী করেছেন। ঋণ অ্যাকাউন্ট ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যুকৃত নির্দেশাবলি/ নির্দেশ মোতাবেক ২৬.০৫.২০২১ তারিখ থেকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে।
....২১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায়যোগ্য নিম্নোক্ত মতে ।

সুবিধা	অ্যাকাউন্ট নাম্বার	২১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী বুক ও/এস	২১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এমওআই	২১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এমএলই/ এমওএক্স	মোট আইএনআর (রাউন্ডেড অফ) ২১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী
1. Micro CC	50250701654	১০,৩৮,৮২৪.৭৩	১৪,২৬,৫৯৮.০০	-	২৪৬৫৪২৩.০০
2. FITL	7084864236	৬,২৮,৭৮৪.১৬	৫,৫৬,৪৪৯.০০	-	১১৮৫২৩৩.০০
3. MSME TL	58000896072	৪,৭৩,৪১৯.৮১	২,০৬,৫৪২.০০	-	৬৭৯৯৬২.০০
4. MSME GECLS	7173485486	২,৯৯,৯১৪.৯৩	১,১১,৮০১.০০	-	৪১১৭১৬.০০
5. IB-HL-RES	50482929994	১৮,৭৮,৮৭৪.০০	৬,৫৬,৫৬৪.০০	৬৯০৮.৬৬	২৫,৪২,৩৪৭.০০
মোট		৪৩,১৯,৮১৭.৬৩	২৯,৫৭,৯৫৪	৬৯০৮.৬৬	৭২,৮৪,৬৮১.০০

২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক রেখেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে **২১.০৭.২০২৫** তারিখে প্রদেয় পরিমাণ **৭২,৮৪,৬৮১.০০ টাকা** (বাহাত্তর লাখ চুরাশি হাজার ছশো একাশি টাকা) সুদের খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে এই তারিখ থেকে ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার সাথে আর কোনও যোগাযোগ ছাড়াই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে যদি আপনি আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এবং আপনি দাবি মেনে নিতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩(১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত) কোনও হস্তান্তর করা হবে না।
উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এই নোটিশটি ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের ক্ষতি না করেই আপনাকে জ্ঞাত করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত হওয়ার আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনার পক্ষ থেকে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং ঋণপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভাব্য দায়বদ্ধতার অধীনে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য ব্যাংক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার উদ্ধার অধিকার সম্পর্কিত।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

তপশিল

নিম্নোক্ত মতে জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

সম্পত্তি : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫০৪ বর্গফুট, সিমেন্টের মেঝে, কমবেশি , এক বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক বাথ/প্রিভি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ যা ১ম তপশিলে বর্ণিত মতে সুবিধা এবং পরিষেবা ব্যবহারের অধিকার সহ প্রেমিসেস নং ১৬/১এফ, বিপ্লবী বারীণ ঘোষ সরণি, কলকাতা ৭০০০৬৭, থানা : মানিকতলা, কলকাতা : ৭০০০৬৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : কলকাতা, অধিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৪৯৬২/২০১৯। **মূল সম্পত্তির চৌহদ্দি : দক্ষিণে :** ১০ ফুট বিপ্লবী বারিণ ঘোষ সরণি, **উত্তরে :** অন্যান্যর ভবন; **পূর্বে :** বেলা রানি চ্যাটার্জির ভবন; **পশ্চিমে :** ভূষণ কুন্ডুর ভবন। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** সিঁড়ি; **দক্ষিণে :** ১০ বি বি ঘোষ সরণি; **পূর্বে :** ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি সাধারণ চলার পথ।
**২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের দাবি নোটিশ প্রত্যাহার করা হল

তারিখ : ২২.০৭.২০২৫ | স্বা/-
স্থান : কলকাতা | অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, জিডি - ৩৭৭- ৩৭৮, দ্বিতীয় ফ্লোর, সেক্টর - ৩, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল : zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নোক্ত শাখাগুলির নিম্নোক্ত লকারহোল্ডারগণকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিক তাগাদার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও যে সকল লকারহোল্ডার লকারের ভাড়া দেননি বা কোনও উত্তর দেননি তাদের উদ্দেশ্যে পলিসি নোটিশ জারি করা হয়েছে। নিম্নোক্ত লকার হোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লকারের ভাড়া প্রদান না করা হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকার ভেঙে খুলতে বাধ্য হবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন লকারের মধ্যে থাকা যাবতীয়, যদি কিছু থাকে, বিক্রি করা হবে এবং লকারের ভাড়া উশুল করা হবে এবং ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট ভাড়া বকেয়া আদায়ের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করবে সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের বিরুদ্ধে।

ক্র. নং.	শাখার নাম	লকার ভাড়াকারীগণের নাম	সেভি. অ্যাকা. নং	বকেয়া পরিমানের বিশদ টাকায়	লকারের বকেয়া যখন থেকে
১	ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বড়বাজার (৪১৬) শাখা	শ্যাম সুন্দর চোমাল	৯৯১১৭২৩০৩৩	৮৬০৪/-	৩০/০৬/২০২১
২		সোনি কেশরী চাঁদ	৯৯১১৭৩০৮২৩	১১৬১৪/-	৩০/০৬/২০১৯
৩		সাঁওয়ালরাম ঢনঢনিয়া	৯৯১১৮১৮৫৪১	২২৩২৬/-	৩০/০৬/২০১১
৪		সরাওগী মানিক চাঁদ	৯৯১১৮০৩২৪৮	২৪৩১২/-	৩০/০৬/২০০৯
৫		সেওডা রমেশ	৯৯১১৮০৩২৮২	১২০৯৯/-	২০/০৮/২০০৩
৬		রাজেন্দ্র জৈন	৯৯১১৮০৮৮০৪	২৫৯৬৬/-	৩০/০৬/২০০৭
৭		ঊষা সিংহানিয়া	৯৯১১৮০৩৪০৮	২২৩২৬/-	৩০/০৬/২০১১
৮		অঞ্জনা খারকিয়া	৯৯১১৮০৩৪২০	২৫৯৬৬/-	৩০/০৬/২০০৭
৯		মোজিকা বাল কৃষ্ণ	৯৯১১৭৮৮২৬৩	২৪৯২১/-	৩০/০৬/২০০৭
১০		ভালোটিয়া কুসুম	৯৯১১৮০৯৮৯৬	২৩৪৬৩/-	৩০/০৬/২০০৮
১১		জয়শ্রী জৈন	৯৯১১৮০৪৬৩৮	১৩৮২৪/-	৩০/০৬/২০১৮
১২		জৈন কৌশল্যা দেবী	৯৯১১৮০৪৬৯৪	২২২২৪/-	৩০/০৬/২০০৮
১৩		দীনেশ কুমার মোদি	৯৯১১৭৮৮২৩০	২৫১৩৯/-	৩০/০৬/২০০৮
১৪		বেরিয়া পান্না দেবী	৯৯১১৭৮৮২৭৪	৮৬০৪/-	৩০/০৬/২০২১
১৫		দিলীপ কুমার সরাওগী	৯৯১১৮০৯৮৫২	২৫৯৬৬/-	৩০/০৬/২০০৭
১৬		আগরওয়াল ছেদি লাল	৯৯১১৮৮২৮৫৬	১৫৫৪৯/-	৩০/০৬/২০১৭
১৭		মোহন লাল জৈন	৯৯১১৮৮৭২২০	২৩৩১৯/-	৩০/০৬/২০১০
১৮		দেবী রামেশ্বরী	৯৯১১৮৮২৫৭৩	৬৮৩৪/-	৩০/০৬/২০২২
১৯		নাথুরাম	৯৯১১৮৮২৬৭৪	৩১০৪০/-	৩০/০৬/১৯৯৪
২০		তারা মহতা	৯৯১১৮৮৭০৭১	২৩৯৬৩/-	৩০/০৬/২০০৮
২১		রাম কানোয়ার দেবী চন্দক	৯৯১১৮৫৯৬৭৭	২২৩২৬/-	৩০/০৬/২০১১
২২		অমিত কুমার বিয়ালা	৯৯১১৮০৮৩৬১	১০৩৭৪/-	৩০/০৬/২০২০
২৩		সরাফ. অঞ্জনি কুমার	৯৯১১৮৫৩৫৮৫	১৫৫৪৯/-	৩০/০৬/২০১৭
২৪		সবলাওয়াট গুণমালা দেবী	৯৯১১৮৫৯৪৪১	১০৬৭৯/-	৩০/০৬/২০১৯
২৫		ধানানি কুসুম লতা	৯৯১১৮৮৬৫৫৫	১৩৮২৪/-	৩০/০৬/২০১৮

তারিখ : ৩০.০৭.২০২৫ | **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: কলকাতা | **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया | Central Bank of India

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]
পরিশিষ্ট IV

রঘুনাথপুর শাখা
বি এম মার্কেট, বরাকর রোড, পো. রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩১৩৩

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রঘুনাথপুর শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৮.০৪.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী হীরালাল বাউরি (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী নিয়তি বাউরি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,৩৩,৪৭০.০০ টাকা (দুই লাখ তেত্রিশ হাজার চারশ সত্তর টাকা) ০৮.০৪.২০২৫ থেকে** কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া আদায়ের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ জুলাই ২০২৫** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেনে **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **২,৩৩,৪৭০.০০ টাকা** (দুই লাখ তেত্রিশ হাজার চারশ সত্তর টাকা) (০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী মূল এবং সুদ সহ) ০৮.০৪.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদাতার নাম :	**শ্রী হীরালাল বারুই,** পিতা প্রয়াত ভবলাল বারুই
বন্ধকদাতার ঠিকানা :	গ্রাম এবং পো : রাক্ষতপুর, থানা : রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩১৩৩
সম্পত্তির বিস্তারিত :	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবন সম্পত্তি (জমি এবং ভবন) শ্রী হীরালাল বারুই, পিতা প্রয়াত ভবলাল বারুই এর নামে, গ্রাম এবং পো : রক্ষতপুর, থানা : রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩১৩৩, বিক্রয় দলিল নং ২৬৫৩-২০১৩ সালের চুর্মি, জেএল নং ৮৮, , এলআর খতিয়ান নং ১৩৩৬, আরএস প্লট নং ৪৫৪৪, এরিয়া : ০৪ ডেসিমেল। বিক্রয় দলিল নং ০২৬৫৩-২০১৩ সালের। **এসআই আইডি : ৪০০০১১৩৭২৬০০** **এআই আইডি : ২০০০১১৩৫০০২১।**
চৌহদ্দি :	উত্তরে : সড়ক দক্ষিণে : মৌজা চুর্মি পূর্বে : উৎপল বারুই পশ্চিমে : নীলু বারুই।

ঋণগ্রহীতা শ্রী হীরালাল বারুই (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি নিয়তি বারুই (সহ ঋণগ্রহীতা)
গ্রাম এবং পো : রক্ষতপুর, থানা : রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩১৩৩।
তন্ময় দা (জামিনদাতা), পিতা স্বপন দাস, এসডিও অফিস : থানা : রঘুনাথপুর, জেলা : পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩১৩৩।

তারিখ : ২৪.০৭.২০২৫ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : রঘুনাথপুর | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

বহু প্রতীক্ষিত ‘জয়দেব সেতু’র উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

মৃণালজিৎ গোস্বামী

ইলামবাজার: বীরভূম থেকে দুর্গাপুর যাওয়া আরও সহজ। বাঁচলো সময়, কমল দূরত্ব। ‘খুশি আমজনতা। অজয় নদের ওপর নতুন সেতুর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বীরভূমের ইলামবাজারে নীলডাঙ্গা রাইসমিল ময়দানে আয়োজিত একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস উদ্বোধন ও সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে ছ’টি সেতু উদ্বোধন, বীরভূমের বক্রেশ্বরে নীল নির্জন ড্যামে রাজ্যের প্রথম ভাসমান পরিবেশ বান্ধব ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প, সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ২৪ শয্যার হাইব্রিড সি সি ইউ প্রকল্প-র পাশাপাশি জেলায় একগুচ্ছ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনও করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মঞ্চ থেকেই তিনি দূর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্বোধন করেন ‘জয়দেব সেতু’র। এক কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুটি তৈরি করতে ১৩৮.২৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এত দিন বর্ষাকালে অজয় নদ পার করতে গেলে ভোগান্তিতে পড়তেন সাধারণ মানুষ। বৃষ্টি হলেই কাঁকসা থেকে বীরভূমের কেন্দুলি যাওয়ার বালি মাটি দিয়ে তৈরি অস্থায়ী সেতু অজয় নদের জলের তোড়ে ভেসে যেত। ফলে বন্ধ হয়ে যেত দুই জেলার মধ্যে যাতায়াত। কিন্তু এবার সেই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে মনে করছেন যাত্রীরা।

এই সেতুর মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে যাতায়াতও অনেক সহজ হতে চলেছে। আগে দুর্গাপুর থেকে সিউড়ি যেতে হলে পানাগড় এবং ইলামবাজার হয়ে যাতায়াত করতে হতো। কিন্তু এবার থেকে অজয় নদের ওপর তৈরি এই নতুন সেতু দিয়েই সিউড়ি পৌঁছে যাওয়া যাবে কম সময়ে। প্রায় ৪০ কিমি পথ কম ঘুরতে হবে। এদিন ইলামবাজারের মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি ব্রিজ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের সময় ব্রিজের অপর প্রান্তে কাঁকসায় শিবপুরে ব্রিজের মুখে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, গলসির বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই, কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, জেলাশাসক পোন্নাম্বালাম এস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য্য, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, মহকুমাশাসক সৌরভ চট্টপাধ্যায়, আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির চেয়ারম্যান কবি দত্ত-সহ অন্যান্যরা। এদিন কাঁকসার শিবপুর থেকে বীরভূমের জয়দেব যাওয়ার স্থায়ী ব্রিজ উদ্বোধন হওয়ার পরেই কাঁকসার শিবপুরে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে দুর্গাপুর থেকে সিউড়ির একটি সরকারি বাসের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার-সহ প্রশাসনিক কর্তারা। এদিন মঞ্চ থেকে সরকারি একটি বাসকে সবুজ পতাকা দেখান মন্ত্রী ও অন্যান্যরা। জানা গেছে, আগামী দিনে আরও বিভিন্ন রুটের বাস এই রুটে চলাচল করবে। এই সেতু হওয়ার ফলে নতুন পথে নতুন বাস রুট খোলার সম্ভাবনাও রয়েছে।

প্রসঙ্গত, জয়দেব মন্দির সংলগ্ন অজয় নদের কজওয়ে ব্যবহার করে বীরভূম থেকে পশ্চিম বর্ধমান তথা দুর্গাপুর যাওয়া ছিল অসুবিধার। উন্নত চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রতিদিন বীরভূম থেকে দুর্গাপুর যাতায়াত করেন গড়ে ১০০ জনেরও বেশি রোগী। এ ছাড়াও শতাধিকপণ্য ও যাত্রিবাহী গাড়িও পারাপার করে প্রতিদিন। তবে প্রতি বছর বর্ষায় এই কজওয়ে ভেঙে যাওয়ার কারণে সমস্যায় পড়তে হতো সাধারণ মানুষকে। প্রায় ৪০ কিমির বেশি পথ অতিক্রম করে যেতে হতো দুর্গাপুর। তাই জেলাবাসীর এই ব্রিজের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। সেই দাবি পূরণ করতেই ২০১৮ সালে ব্রিজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। নির্মাণের কাজ শুরু হয় ২০১৯ সালে। ২০২৫-এ সম্পন্ন হয়েছে সেই কাজ। ব্রিজটি বীরভূমের টিকড়বেতাকে জুড়েছে পশ্চিম বর্ধমানের শিবপুরের সঙ্গে। বহু প্রতীক্ষিত সেই ব্রিজ উদ্বোধনের খবরে এ বার জেলার মানুষদের মুখে হাসি। স্থানীয় বাসিন্দা অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘বীরভূম জেলার বহু মানুষ দুর্গাপুরে নানা কাজের জন্য যান। এ বার তাঁদের সুবিধা হবে সময়ও বাঁচবে গাড়ি ভাড়াও কমবে।’

বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ডায়ালিসিস ইউনিটে বেড সংখ্যা বৃদ্ধি

ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: প্রশাসনিক বৈঠকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন মঙ্গলবার। মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের ১০টি বেড বিশিষ্ট ডায়ালিসিস ইউনিটের উদ্বোধন করলেন। উদ্বোধনের আগে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, বসিরহাট দক্ষিণের চিকিৎসক বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বসিরহাট হাসপাতালে ১০টি শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস ইউনিটের পাশাপাশি এই জেলায় মোবাইল ফুড টেস্টিং ল্যাব ও ফুড সেফটি অন হুইল এরও উদ্বোধন করেন।

বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে আগেই ৫ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস বিভাগ ছিল। যেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। বসিরহাট জুড়ে ডায়ালিসিস রোগীর যা চাপ, এই হাসপাতালে তাতে এই ৫ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস বিভাগে তা সামাল দিতে পারছিল না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বসিরহাটে আনুমানিক ৩০ লক্ষ মানুষের বসবাস। এই বিপুল পরিমাণ মানুষের ডায়ালিসিস করানো রোগীদের বহুদিনের চাহিদা ছিল বসিরহাট হাসপাতালে ডায়ালিসিস বিভাগের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হোক। না হলে হাসপাতালে ডায়ালাইসিস বিভাগ থাকা সত্ত্বেও বহু রোগীকে কলকাতা সহ-বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হতো। যেটা রীতিমতো ব্যয়বহুল এবং সমস্যায় পড়তে হতো রোগীর পরিবারকে। তাদের সেই সমস্যার কথা স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিষয়টি শুনে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ডায়ালিসিস বিভাগে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে। বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘সেই প্রতিশ্রুতি মত কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি অত্যাধুনিক ডায়ালেসিস মেশিন বসানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী ৫ শয্যা থেকে বেড়ে ১০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস বিভাগ তৈরি হয়ে গেছে। মঙ্গলবার দুপুর ১ টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি ইউনিটটির উদ্বোধন করেন। এরফলে ডায়ালেসিস রোগীদের আর ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হবে না। ফলে বসিরহাট মানুষের যথেষ্ট উপকার হবে।’ বসিরহাটের মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি পূরণকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, ‘বসিরহাট মহকুমার মতো বড় এলাকায় বহু নিম্নবিত্ত মানুষের বাস। ডায়ালেসিসের মত এই ব্যয়বহুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিতে বহুমানুষ উপকৃত হবেন।’ এদিনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডাঃ মেহেদী রহমান হোসেন, মহকুমা শাসক আশিস কুমার-সহ অনেকেই।

ইলামবাজার থেকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ২৪ শয্যার হাইব্রিড সিসিইউ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতলে ভার্চুয়াল এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, সদর মহকুমা শাসক সুপ্রতিক সিনহা, সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়-সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সামনে ভোট, অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূমে কোর কমিটির ‘কনভেনার’ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মঞ্চ ছাড়ার আগে অনুব্রতকে সকলকে নিয়ে দল পরিচালনার পরামর্শ দিলেন তিনি।

গোঘাটের বরুণ দাস খুন-কাণ্ডে ভিন রাজ্য থেকে গ্রেপ্তার আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোঘাটের খুন-কাণ্ডে ভিন রাজ্য থেকে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্তের শাগরেদ। গোপন সূত্রে, গোঘাটের রঘুবাটিতে বরুণ দাস খুনে মহারাষ্ট্র থেকে গ্রেপ্তার আর এক অভিযুক্ত। শুক্রবার তেলেঙ্গানা যাওয়ার পথে থানে স্টেশন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গোঘাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সন্তোষ পণ্ডিত, বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। জানা গিয়েছে, গত ৬ জুন রঘুবাটি এলাকার একটি পুকুরপাড়ের ঝোঁপ থেকে উদ্ধার হয় রাজগ্রামের বাসিন্দা বরুণ দাসের দেহ। এরপরে মৃত বরুণ দাসের মেয়ের মুখ থেকে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। মায়ের নির্দেশেই তাপস ও সন্তোষ তাঁর বাবাকে খুন করেছে। তারপর মৃত ব্যক্তির স্ত্রী-সহ দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে গোঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ গৃহবধূ মিতা দাস-সহ প্রেমিক তন্ময় দাস ওরফে তাপসকে আটক করে। তাঁদের রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ জানতে পারে এই খুনের সাথে সন্তোষ পণ্ডিত নামে আরও এক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। সন্তোষের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে গোঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সন্তোষ গা ঢাকা দেওয়ার জন্য তেলেঙ্গানা পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে থানে স্টেশন থেকে তাকে গত শুক্রবার গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এই বিষয়ে গোঘাটের রঘুবাটি এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, বরুণ দাসকে পরিকল্পনা করে মারা হয়েছিল। পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে। আমরা চাই অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তি হোক।

১০ লক্ষ টাকা রক্ষণাবেক্ষণে চায় খাড়ুবেড়িয়া পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: ছোটো ছোটো গ্রামীণ সমস্যা মেটাতে আর কয়েকদিন পর থেকেই শুরু হবে ‘পাড়ায় সমাধান’ শীর্ষক রাজ্য সরকারের প্রকল্প। দু-তিনটি বুথকে নিয়ে আলোচনা করে ছোট ছোট বকেয়া কাজ ও সমস্যা শেষ করার জন্য এই প্রকল্প বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে জানা গিয়েছে, দুই, তিনটি পাড়া নিয়ে একটি বুথ। আবার অনেক ক্ষেত্রে একটি পাড়ার মধ্যেই দুটো বুথ। সেক্ষেত্রে বরাদ্দ অর্থ অনেকটাই সাধারণ সমস্যা মেটাতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভা এলাকার খাড়ুবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখা গিয়েছে, পুকুরের পাড় বরাবর যে ঢালাই রাস্তা হয়েছে তার অনেকটাই ধসে গেছে। পাইলিং না হওয়ার জন্য এই ধরনের সমস্যা বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল সামন্ত। আবার অনেক ঢালাই রাস্তা চটে গিয়েছে। যার জেরে গ্রামীণ রাস্তার ওপর ছোটখাটো দুর্ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। যেহেতু কেন্দ্র সরকারের সাহায্যাধীন কোনও প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করতে গেলে পারমানেন্ট এসেট গড়তে হয়। পরবর্তীতে তার রক্ষণাবেক্ষণের কোনও বরাদ্দ থাকে না। ফলে পঞ্চায়েতের পক্ষে এগুলো রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই যে দশ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে, তা থেকে রক্ষণাবেক্ষণ, সারাই-সহ অনেক কাজ করা যাবে বলে মনে করছেন খাড়ুবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। এছাড়া এই টাকা নিকাশির কাজেও ব্যবহার হবে স্থানীয়ভাবে। ২৫টি সংসদে দশ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ গ্রামের উন্নয়ন ঘটাবে।

যৌনপল্লিতে বিক্রির চক্রান্ত, স্বামীকে গলা টিপে খুন স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পারিবারিক বিবাদকে ঘিরে নির্জন আমবাগানে স্বামীকে মাথায় আঘাত করার পর গলা টিপে খুন করার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে, ভূতনি থানার দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নীলকণ্ঠটোলা এলাকায়। এই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত ওই মহিলা সান্তনা কুমারি মহালদারকে আটক করেছে। পুলিশি জেরায় ওই মহিলা জানিয়েছে, তিনি স্বামীর সঙ্গে গত ছয় মাস ধরে দিল্লিতে শ্রমিকের কাজ করতেন। কিন্তু চক্রান্ত করে তাঁর স্বামী দিল্লির যৌনপল্লিতে তাঁকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল। তারপর তিনি মালদার ভুতনিতে জামাইবাবুর বাড়ি পালিয়ে আসে। কিন্তু স্ত্রীর পিছু দিল্লি থেকে তাঁর স্বামী সেখানেও ছুটে চলে আসে। জোর করে তাঁকে নিয়ে যেতে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। তারপরে এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম উত্তম মহালদার, বাড়ি চাঁচল মহকুমার রতুয়া থানার বালুপুর এলাকায়। সান্তনার সঙ্গে গত পাঁচ বছর আগে বিয়ে হয় উত্তমের। সান্তনার বাবার বাড়ি ভুতনি থানা এলাকায়। তাদের একটি দুই বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে। গত ছয় মাস ধরে উত্তম তাঁর স্ত্রী সান্তনাকে নিয়ে দিল্লিতে দিনমজুরির কাজে যুক্ত ছিল। সেখানেই বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন তাঁরা। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত ওই মহিলার এক জামাইবাবু অশোক মণ্ডল জানিয়েছেন, ‘গত সপ্তাহের শুক্রবার ছোট শ্যালিকা সান্তনা তাঁর নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে দিল্লি থেকে আমাদের বাড়ি পালিয়ে আসেন। তিনি বলেন তাঁর স্বামী নাকি তাঁকে দিল্লির কোনও এক পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এনিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গোলমাল হয়ে আসছে তাঁদের মধ্যে। এরপর সোমবার সান্তনার স্বামী উত্তম আমাদের বাড়ি চলে আসে। শ্যালিকাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। ওইদিন রাত থেকে গোলমাল চলছিল। এদিন সকালে আমি কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। এরপর গ্রামবাসীদের মুখে শুনতে পাই শ্যালিকার হাতে তাঁর স্বামী খুন হয়েছে।’ এই ঘটনার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে সান্তনাকে আটক করে নিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে পুলিশ মৃতের পরিবারকে খবর দেওয়ার পাশাপাশি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ধর্ষণে সন্তানসম্ভবা মেয়ে, ২০ বছরের কারাদণ্ড বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঘটনার সূত্রপাত ২০২০। রিক্সা চালল বাবার লাগাতার ধর্ষণের জেরে সন্তানসম্ভাবা হয়ে পড়ে নাবালিকা মেয়ে। এমনই অভিযোগ উত্তাল হয় বাঁকুড়া সদর থানা এলাকা। পরবর্তীতে ওই রিক্সা চালক দশম শ্রেণির ওই নাবালিকা ছাত্রীকে ব্ল্যাকমেইল করে দিনের পর দিন ধর্ষণ করতে থাকে বলে অভিযোগ। সামাজিক বদনামের ভয়ে ওই নাবালিকা প্রথমে বিষয়টি পরিবারকে না জানালেও পরবর্তীতে নাবালিকার গর্ভে সন্তান এসে পড়ায় বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। এরপর ২০২০ সালের ৫ ডিসেম্বর ওই নাবালিকা ছাত্রীর পরিবার বাঁকুড়া মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়ে বাসু কালিন্দীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনায় পকসো ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমে পরের দিনই অভিযুক্ত রিক্সা চালক বাসু কালিন্দীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দেড় মাসের মাথায় আদালতে মামলার চার্জশিট জমা করে তদন্তকারী পুলিশ। এরপর থেকে মামলা চলতে থাকে। গত ৫ বছরে মোট ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে আদালত। পাশাপাশি নিগৃহীতার সন্তানের ডিএনএ রিপোর্ট মিলে যায় অভিযুক্ত বাসু কালিন্দীর ডিএনএ-র সঙ্গে। আর এইসব তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষ্যর ভিত্তিতে বাঁকুড়া জেলা আদালতের বিচারক গতকাল অভিযুক্ত বাসু কালিন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করে। আজ অভিযুক্তকে ২০ বছর কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। এই রায়ের পর আসামীপক্ষের আইনজীবীর দাবি, মামলার রায় ভালো ভাবে দেখা হবে। পরবর্তীতে আসামী চাইলে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করা হবে।

কোলিয়ারি অঞ্চলে বাংলায় সাইনবোর্ডের দাবিতে সরব বাংলা পক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন কোলিয়ারি এলাকায় ইসিএল-এর উদ্যোগে তৈরি হওয়া খেলার মাঠ থেকে শুরু করে বিনোদন পার্ক সমস্ত জায়গাতেই লেখা হয় হিন্দিতে সাইনবোর্ড।

তাই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বাংলা পক্ষের দাবি, এটা বিহার নয়, পশ্চিমবাংলা। তাই সব জায়গাতেই হিন্দিতে সাইনবোর্ড কেন? অবিলম্বে এগুলি পাল্টে বাংলায় লিখতে হবে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার বাংলা পক্ষের সম্পাদক অক্ষয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ বাংলা পক্ষের সদস্যরা ঝাজরা এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজারের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দিলেন। পাশাপাশি ১৫ দিনের সময়সীমা দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ১৫ দিনের মধ্যে তাদের দাবি না মিটলে, অবিলম্বে হিন্দি সাইনবোর্ড পাশাপাশি বাংলায় সাইনবোর্ড না-লেখা হলে সেগুলিকে বদলে বাংলা পক্ষই বিভিন্ন জায়গায় বাংলায় সাইনবোর্ড লাগাবে এবং এই বিষয়ে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে কোলিয়ারি এলাকা জুড়ে।’ যদিও এই বিষয়ে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হুগলির শিল্পীর রহস্যমৃত্যু মুম্বইয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দিল্লিতে ঝরনার জলে নেমে তলিয়ে রহস্যমৃত্যু হুগলীর সঙ্গীত শিল্পীর। মৃতের নাম সঙ্গীতা চক্রবর্তী। চুঁচুড়ার কারবালার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে গানবাজনার সঙ্গে যুক্ত। মাসখানেক হল মুম্বইয়ে যোগা আশ্রমে ছিলেন। এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন সোমবার। ঝরনার জলে নেমে তলিয়ে যান সঙ্গীতা বলে খবর আসে পরিবারের কাছে। মঙ্গলবার ভোরেই সঙ্গীতার বাবা দিলীপ চক্রবর্তী মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেন। মা কারবালার বাড়িতেই রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সঙ্গীতা বাড়ির একমাত্র মেয়ে। দীর্ঘদিন ধরে গানবাজনার সঙ্গে যুক্ত তিনি। মাসখানেক হল মুম্বইয়ে যোগা আশ্রমে ছিলেন। দিলীপ চক্রবর্তী জানান, ‘মুম্বই থেকে অনেকটাই দূরে নেরাল। সেখানেই গিয়েছিলেন সঙ্গীতা ও তাঁর এক বন্ধু তানিয়া সিং। পাহাড় আর সবুজে ঘেরা নেরালের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। সেখানেই একটি ঝরনার জলে পা ভেজাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে

বলে জানা গিয়েছে। পা পিছলে পড়ে যান সঙ্গীতা, মৃত্যু হয় তাঁর। এর বেশি কিছু এখনই বলতে পারব না।’ এ বিষয়ে চুঁচুড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ইন্দ্রজিৎ দত্ত বলেন, ‘আমাদের পাড়ার মেয়ে সঙ্গীতা। খুব ভালো গান করত ও। পাড়ার অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছে। শুনেছিলাম মুম্বইয়ে একটি যোগা আশ্রমে গিয়েছিল। সেখানে ওর আত্মীয়ও আছে বলে জানি। আজ এই খবর শুনে খুবই খারাপ লাগছে। শুনলাম বাঁধের জলে নেমে এই বিপদ ঘটেছে।’

তৃণমূল উপপ্রধান খুনে দোষী সাব্যস্ত বারাসাত আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: অশোকনগরের গুমা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান বিজন দাস খুনের মামলায় অভিযুক্ত গৌতম দাসকে দোষী সাব্যস্ত করল বারাসাতের জেলা আদালত। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রাতে অনুষ্ঠান বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছিলেন বিজন দাস। সেই সময় আচমকাই অতর্কিত হামলা করা হয় বিজন দাসের ওপর। পরপর গুলি করে হত্যা করেছিল এলাকারই জমি ব্যবসায়ী গৌতম দাস। মঙ্গলবার এক বছর পাঁচ মাস চার দিন পর বারাসাত সপ্তম এডিজে-এর বিচারক প্রঞ্জনা গার্গী ভট্টাচার্য হোসেন, বিজন দাসকে খুনে অভিযুক্ত জমি ব্যবসায়ী গৌতম দাসকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। আগামী বৃহস্পতিবার দোষী গৌতম দাসের সাজা ঘোষণা করা হবে। অন্যদিকে, অভিযুক্ত গৌতম দাসের দাবি, পুলিশ ও রাজনৈতিক প্রভাবে তাকে ফাঁসানো হয়েছে।

পরিবহণ দপ্তরের বিরুদ্ধে সরব পোলট্রি ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পরিবহণ দপ্তরের বিরুদ্ধে বয়লার মুরগির গাড়ি থেকে মোটা অঙ্কের জরিমানা নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বয়লার মুরগি ব্যবসায়ীরা ঝাড়গ্রাম জেলা পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে এই অভিযোগ জানিয়েছেন। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে বয়লার মুরগি বোঝাই করে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নিয়ে যাওয়ার সময় জেলার পরিবহণ দপ্তর মোটা অঙ্কের জরিমানা করছে। বার বার মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন সময় হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। মঙ্গলবার হুগলি জেলার বয়লার মুরগি ব্যবসায়ী শেখ মইনুর আলম বলেন, ‘ঝাড়গ্রামের আরটিও অফিসারের সঙ্গে দেখা করলাম। ঝাড়গ্রামে আমাদের গাড়ি লোড করতে এলে অন্যায়ভাবে কেস দেওয়া হচ্ছে। এমনকি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ দেওয়ার দাবি করা হচ্ছে। তা-না হলে গাড়ি আটকে রাখা হচ্ছে। যার ফলে গাড়িতে থাকা বয়লার মুরগি মারা যাচ্ছে। প্রচুর ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। আমরা আমাদের সমস্যার কথা জানিয়েছি। যদি সমস্যার সমাধান না হয় আগামীদিনে আমরা গাড়ি বন্ধ রেখে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।’

‘রাষ্ট্রীয় অশোকা সম্মান’ পাচ্ছেন বাঁকুড়ার এক স্কুলের প্রধানশিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এবার ‘রাষ্ট্রীয় অশোকা সম্মান’ পাচ্ছেন রাইপুরের পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। আগামী ৩১ জুলাই দিল্লিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। এবিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে অতি সম্প্রতি প্রধান শিক্ষক কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ‘ভারত গৌরব

রত্ন সম্মান কাউন্সিলে’র তরফে পাঠানো মেল এসে পৌঁছেছে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, শান্তি, সমাজ কল্যাণ, ন্যায় বিচার, শিক্ষা ও জনসচেতনতা প্রসারে বিশেষ অবদান রাখা ১১ জন ব্যক্তিকে প্রতি বছর ওই সংস্থার তরফে ‘রাষ্ট্রীয় অশোকা সম্মানে’ সম্মানিত করা হয়। এবার শিক্ষক কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে ওই তালিকায় নাম উঠল বাঁকুড়ার জঙ্গল মহলেরও। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রধান শিক্ষক হিসেবে কৌশিক চট্টোপাধ্যায় যোগ দেওয়ার পর শিক্ষা, ক্রীড়া ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয়। ইতিপূর্বে তিনি ২০১৩ সালে ইউনিসেফ প্রদত্ত শিশু মিত্র ও ২০২১ সালে পেয়েছেন রাজ্যের শিক্ষারত্ন সম্মান। এছাড়াও ২০২১ সাল থেকে টানা চারবার মাধ্যমিকের সাঁওতালি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই আবাসিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা। এবার ওই তালিকায় নবতম সংযোজন হতে চলেছে ‘রাষ্ট্রীয় অশোকা সম্মান’। যা জেলার জঙ্গল মহলের সাফল্যের মুকুটে অন্যতম রত্ন বলেই অনেকেই মনে করছেন শিক্ষা মহল।

‘বৈসরনে নিরাপত্তা ছিল না কেন?’
সংসদে সোচ্চার প্রিয়াঙ্কা গান্ধি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই: সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় সরাসরি মোদী-শাহ আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। পহেলগাঁও হামলাকে সাম্প্রতিক সময়ে সব থেকে বড় 'ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর' (গোয়েন্দা ব্যর্থতা) বলে উল্লেখ করলেন তিনি। প্রিয়াঙ্কা মনে করান, মুম্বই হামলার পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্তফা দেন। প্রশ্ন তোলেন, 'পহেলগাঁও হামলার দায় নেবেন না কেন প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?'

সোমবার শ্রীনগরের দাচিগাম জঙ্গলে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে মৃত্যু হয় তিন জঙ্গির। সোমবার থেকেই সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। মঙ্গলবার অমিত শাহ জানান, গতকাল পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসবাদী হামলায় তিন জঙ্গিই সেনার গুলিতে মারা গিয়েছে। ওই জঙ্গিদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বিরোধীদের একহাত নেন শাহ।

এরপর বিরোধী পক্ষের ভাষণে কংগ্রেস নেত্রী বলেন, 'জঙ্গল থেকে জঙ্গিরা বেরিয়ে এল এবং ১ ঘণ্টা ধরে বেছে বেছে হিন্দুদের খুন করা হল! ঘটনার দিন বৈসরনে কেন নিরাপত্তা ছিল না? যেখানে সেটি জনপ্রিয় পর্যটনস্থল। পর্যটকদের শ্রেফ ভগবানের ভরসায় ছেড়ে দিল সরকার! সীমান্ত ডিঙিয়ে কীভাবে ঢুকল ওই জঙ্গিরা? এটা স্বাধীন ভারতে সব থেকে বড় ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর (গোয়েন্দা ব্যর্থতা)।'

প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন, 'প্রতিরক্ষামন্ত্রী এক ঘণ্টা ধরে বক্তব্য রেখেছেন। ক্ষমতাসীন দলের অন্য সাংসদরাও বক্তব্য রেখেছেন। অপারেশন সিঁদুর থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ, জাতীয় নিরাপত্তা থেকে ইতিহাস, সবকিছু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তা হল ২২ এপ্রিল ২০২৫-এ যখন ২৬ জনকে তাঁদের পরিবারের সামনে হত্যা করা হল, তখন প্রশাসন কোথায় ছিল? এই আক্রমণ কীভাবে হল, কেন হল?'

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত চিনে মৃত ৩০

বেজিং, ২৯ জুলাই: কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত চিনের রাজধানী বেজিং। এখনও পর্যন্ত সেখানে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবাল টাইমস'। ইতিমধ্যেই বেজিংয়ের নিচু এলাকাগুলি থেকে প্রায় ৮০ হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেজিংয়ের মিয়ুন এবং ইয়াংকিং জেলা। সোমবারের পর মঙ্গলবারও বেজিং এবং সংলগ্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল সে দেশের আবহাওয়া দপ্তর। ফলে হড়পা বান, ভূমিধসের আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন। ভারী বৃষ্টির জেরে ইতিমধ্যেই বেজিংয়ের ৩১টি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মেরামতির পর কিছু রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক হলেও এখনও ১৬টি রাস্তায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাকি রয়েছে।

সন্ত্রাসের শিকার ২২ শিশুর দায়িত্ব নিলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই: পহেলগাঁও সন্ত্রাসের পর অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারত-পাক সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের। সন্ত্রাসের শিকার হয়ে পরিবার হারানো এমনই ২২ শিশুর দায়িত্ব নিলেন দেশের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাদের পড়াশুনার পাশাপাশি যাবতীয় খরচ এখন থেকে বহন করবেন রায়বরেলির কংগ্রেস সাংসদ।

জানা যাচ্ছে, মে মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সফরে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। তখনই স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে এইসব শিশুর তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর দলীয়ভাবে সার্ভে ও সরকারি রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে ২২ শিশুর চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়। অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের দায়িত্ব নিলেন কংগ্রেস সাংসদ। উল্লেখ্য, ওই সফরে পুঞ্চের এক স্কুলেও গিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন রাহুল।

ময়দান

ওভালে পিচ কিউরেটর বনাম গম্ভীর!
শেষ টেস্টের আগে বেড়েই চলেছে উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের চূড়ান্ত লড়াইয়ের আগে বিতর্কে জড়াল ভারতীয় দল। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের রুদ্ধশ্বাস ড্র এখনও আলোচনার কেন্দ্রে থাকলেও, এবার সেই উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢালল নতুন এক ঘটনা। লন্ডনের ওভালে অনুশীলনের দিন ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর প্রবল বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন মাঠের পিচ কিউরেটর লি ফর্টিসের সঙ্গে। এমনকি গম্ভীর নাকি অশ্রাব্য ভাষায় কিউরেটরের উদ্দেশে মন্তব্য করেন;এমনটাই জানা গিয়েছে দলের ঘনিষ্ঠ সূত্রে।

সোমবার রাতেই ভারতীয় দল পৌঁছে যায় লন্ডনে। মঙ্গলবার প্রথমবার অনুশীলনে নামে রোহিত শর্মার দল। কিন্তু ওভালের মাঠের পিচ ও অনুশীলনের সুবিধা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন দলের সদস্যরা। সেই কারণেই কোচ গম্ভীর সরাসরি পিচ কিউরেটর লি ফর্টিসের সঙ্গে কথা বলেন। অভিযোগ, শুরুতে কথাবার্তা স্বাভাবিক থাকলেও ক্রমেই তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মাঠের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গম্ভীর রীতিমতো চটে যান এবং আঙুল উঁচিয়ে তেড়ে যান কিউরেটরের দিকে। তিনি নাকি বলেন, তআমরা কী করব, সেটা আপনি বলার কেউ নন।দ এরপরেই গম্ভীর আরও কড়া ভাষায় কিউরেটরকে আক্রমণ করেন। এমনকী, ফর্টিস ও তাঁর সহকর্মীরা অভিযোগ জানানোর হুমকি দিলে গম্ভীর নাকি তাদের উদ্দেশে বলেন, তআ খুশি করুন, যেখানে অভিযোগ করার করতে পারেন। আপনি একজন মাঠকর্মীর বেশি নন।

পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশ কোটাক এবং বাকি সাপোর্ট স্টাফদের হস্তক্ষেপ করতে হয়। তাঁদের মধ্যস্থতাতেই শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে গোটা ঘটনাটির একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, যা ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।এই ঘটনার আগে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের ‘হ্যান্ডশেক বিতর্ক’ও ভারত-ইংল্যান্ড ক্রিকেট যুদ্ধের উত্তেজনায় ঘি ঢেলেছে। শেষ দিনে জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দরের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ম্যাচ ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছিল। তখনই ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস দুই ভারতীয় ব্যাটারের কাছে গিয়ে হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে ড্র মেনে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। ভারতীয় ব্যাটাররা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে খেলতে থাকেন এবং পরে দু’জনেই সেঞ্চুরি করেন। স্টোকস এই প্রত্যাখ্যান ভালভাবে নেননি। ম্যাচ শেষে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাতও মেলাননি তিনি। এই দুই বিতর্কে বর্তমানে উত্তপ্ত গোটা ক্রিকেটবিশ্ব। একদিকে মাঠে ভারতের জয়ের লক্ষ্য, অন্যদিকে মাঠের বাইরের সমস্যা ঘিরে চাপ। ওভালে সিরিজ নির্ধারণকারী ম্যাচের আগে দলকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখাই এখন গম্ভীরের প্রধান চ্যালেঞ্জ। তবে এমন বিতর্ক ভারতীয় শিবিরে কী প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

জলমগ্ন গোষ্ঠ পাল সরণিতে মোহনবাগান দিবসের আবেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৯ জুলাই গর্বের মোহনবাগান দিবস। গত কয়েক বছর ধরে গঙ্গাপাড়ের ক্লাব সাফল্যের চূড়ায়। ফলে মোহনবাগান দিবস নিয়ে এবারও সদস্য-সমর্থকদের বাড়তি উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। প্রবল বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন গোষ্ঠপাল সরণির একাংশ। সেই জল পেরিয়ে ক্লাব থেকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে আসলেন মোহনবাগানপ্রেমীরা। সকাল থেকেই ওই চত্বরে সবুজ-মেরুন জার্সি পরে সমর্থকদের আনাগোনা চলছে। এই বছর মোহনবাগান রত্ন সম্মানে ভূষিত করা হবে টুটু বোসকে।

মোহনবাগান রত্ন টুটু বসু।

দুপুরে অমর একাদশের মূর্তিতে মাল্যদান করলেন সচিব সৃঞ্জয় বোস ও সভাপতি দেবাশিস দত্ত। ফ্যান ফোরামের উদ্যোগে নতুন গান উন্মোচনও হল। ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন করার পর রীতি মেনে হল প্রাক্তনদের ম্যাচ। সভাপতি একাদশ বনাম সচিব একাদশ ম্যাচ। ২-১ গোলে জয়লাভ করল সভাপতি একাদশ। সমর্থকদের বাড়তি উন্মাদনা নিয়ে অনেকেই খোঁচা দিয়ে বলছেন, নির্বাচনে দেবাশিস-সৃঞ্জয় দুইপক্ষ এক হওয়ায় এই চিত্র দেখা যাচ্ছে। বাগান সচিব সৃঞ্জয় বোস বলেন, ক্ষ্মমোহনবাগান দিবসের গুরুত্ব মোহনবাগানীদের কাছে বরাবরই রয়েছে। কোনও পক্ষের জন্য এই ভিড় নয়। এই বছর টুটু বোস অনেক বড় সম্মান পেতে চলেছেন। তাতেও অনেক মোহনবাগানীরা উৎসাহিত।ক্ষ্ম সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেন, ক্ষ্মনির্বাচনের সময়ে একপক্ষ আমাকে চেয়েছিল, অপর পক্ষ চেয়েছিল সৃঞ্জয়কে। দুই পক্ষ এক হয়ে গিয়ে সকলেই খুশি। আরও বেশি সদস্য-সমর্থকরা ক্লাবে এসেছেন। সবাই আনন্দ করছে।

১৯১১ সালে খালি পায়ে ব্রিটিশ শাসন করেছিল মোহনবাগানের ফুটবলাররা। পরাধীনতার বাংলায় ফুটবল খেলা নড়িয়ে দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের ভিত। আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে ইস্ট ইয়র্কশায়ারকে ২-১ গোলে পরাস্ত করেছিল মোহনবাগান। নেতাজি ইন্ডোরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেই ফুটবলারদের পরিবারেরা। এই বছর সেরা ফরোয়ার্ড পুরস্কার পেলেন বিদেশি জেমি ম্যাকলারেন। সেরা ফুটবলার ও যুব ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন যথাক্রমে আপুইয়া ও দীপেন্দু বিশ্বাস। সেরা ক্রিকেটার পুরস্কার দেওয়া হল রনজোৎ সিং খাইড়া। অর্জুন শর্মা পেলেন সেরা হকি খেলোয়াড়ের পুরস্কার। মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য সম্মান জানানো হল কোচ ক্রিস্পিন ছেত্রী ও দলে থাকা বাংলার মেয়েদের। উপস্থিত থাকা রিম্পা হালদারের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন বাগানের ফুটবল সচিব শিল্টন পাল। এছাড়াও নেতাজি ইন্ডোরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ অন্যান্য অতিথিরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Domdoma Gram Panchayat
Tender Notice of Domdoma G.P.
Memo No.-105(4)/DGP/2025 Dt-16/07/2025 e-Tender is hereby invited from Bonafide contractors/Agency for the one electrical Construction work, bid submission closing date 31/07/2025 at 2.00 P.M. other details may be seen from the website wbtenders.gov.in and office Notice board of Domdoma Gram Panchayat except holidays.

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা
১৫, আর এন টেগোর রোড, পো - কৃষ্ণনগর
থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০১

বিক্রয় প্রত্যাহার
মেসার্স সন্ধ্যা বস্ত্র প্রতিষ্ঠান (ক্রম নং ১) এর সম্পত্তি ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ সম্পর্কিত যা এই সংবাদপত্রের ১১.০৭.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা ৩০.০৭.২০২৫ তারিখে সম্পাদিত হওয়ার কথা **অনিবার্য কারণে তা প্রত্যাহার করা হল।**
নোটিশের অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ৩০.০৭.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কৃষ্ণনগর আরএনটি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

E-Tender Notice
1- 09/LAK-I/15TH FC (TIED)/ 2025-26.
Notice inviting is hereby published by Pradhan, **Lakshya-II Gram Panchayat.** All eligible and bonafide contractors may download the tender document and participate the E-Tender. For further details the visit the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Lakshya-II Gram Panchayat
Kalikakundu : Mahishadal
Purba Medinipur

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 3rd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 32/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25
N.I.E. ET. No. 29/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25
N.I.E. ET. No. 33/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25
Bid Submission period: 07.08.25 instead of 28.07.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

E-TENDER
E-tenders are invited by the Prodhan, **Betai -II Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity) P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 5E/2025-2026,** Last date of submission **05.08.2025 up to 4p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
S/d- Prodhan,
Betai -II Gram Panchayat.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং এসটি-পিআরওজে-২-কেজিপি-ইআই-পিকেইউ-ইও তারিখ ২৮.০৭.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/ প্রোজেক্ট-II/খড়গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** খড়গপুর ডিভিসনের পাঁশকুড়া ইস্ট আউটার কেবিনে নতুন ডিস্ট্রিবিউটেড ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং দ্বারা পুরোনো প্যানেল ইন্টারলকিং প্রতিস্থাপন। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭,৬৫,৮১,৩৭৮.৫১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫,৩২,৯০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছেঃ www.ireps.gov.in** (PR-455)

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 232/25-26 Dated 29.07.2025
E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1 (ONE) NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) IN BOALIA YUBA SANGHA MORE, AT WARD NO 06 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. **a) Date of uploadation:** 30.07.2025 at 11-00 hrs. **b) Tender Value:** Rs1, 07, 295.37/- **c) Documents download starting date & time:** 30.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 06.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 08.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 231/25-26 Dated 29.07.2025
E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1 (ONE) NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) IN M.L ROY GODOWN, AT WARD NO 06 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. **a) Date of uploadation:** 30.07.2025 at 11-00 hrs. **b) Tender Value:** Rs: 1, 07, 295.37/- **c) Documents download starting date & time:** 30.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 06.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 08.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-22/25-26 Dated 28.07.2025
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_884408_1. (For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 454/KP-II/E-TENDER/15th FC/2025, Date : 29.07.2025.** Date of Publish of Tender: **29.07.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **07.08.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **11.08.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenderS are being invited from the bidders w.r.t. Tender ID **No. 2025_ZPHD_884580_1 DT-29/07/2025.** Last date of tender dropping **05-08-2025 up to 06.00 P.M.** and opening date of the tenders **08-08-2025 at 09.00 AM.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 230/25-26 Dated 29.07.2025
E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 4 NOS OF 9 MTR OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110W LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW) IN THE FOLLOWING LOCATIONS IN WARD NO 30. SONARPUR RAJPUR MUNICIPALITY UNDER SONARPUR UTTAR AC WARD NO 30. (i) SABUJ SATHI CLUB. (ii) RABINDRANAGAR 1NO. JHEELPAR (iii) NARKELBAGAN HOUSE OF DIPAK GHOSHAL. (iv) KALITALA JUBO SANGHA CLUB. (Estimated Scan No. 286961) **a) Date of uploadation:** 30.07.2025 at 11-00 hrs. **b) Tender Value:** Rs: 4,29,181.48/- **c) Documents download starting date & time:** 30.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 06.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 08.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 3rd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 31/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25
1st Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 38/PW/ Eng/25 Dt. 24-06-25
Bid Submission period: 07.08.25 instead of 28.07.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

নোটিশ
শ্যামনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লি:
রেজি নং- 93/Msd, তারিখ- ১৬/০৪/১৯৬৪
গ্রাম- শ্যামনগর, পো:- শ্যামনগর, থানা-নওদা, জেলা মুর্শিদাবাদ।
:বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি:
স্মারক সংখ্যা :- **02/ARO.** Shyamnagar, তারিখ - **28/07/2025,** এতদ্বারা সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাকে জানানো যাইতেছে যে আগামী 24/08/2025 তারিখ (রবিবার) সকাল 11.00 (এগারো) ঘটিকায় শ্যামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নয় জন পরিচালকমন্ডলীর সদস্য/সদস্যা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে৷ উক্ত সভায় সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনী নির্ঘন্ট (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে৷ অত্র সমবায় সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাগণকে উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচনী নির্ঘন্ট সংযুক্ত হল, যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ বলে বিবেচিত হবে এবং সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে৷ বিদ্র: বিজ্ঞপ্তি নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হল। বিস্তারিত জানতে সমিতিতে যোগাযোগ করুন।

প্রশান্ত কুমার মন্ডল
সমবায় উন্নয়ণ আধিকারিক এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার
শ্যামনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লি:
মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ।

UNITY Small Finance Bank
ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি-১১০০৫৭। কর্পোরেট অফিস- সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮
দাবি বিজ্ঞপ্তি
সেক. ১৩(২) অধীন

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এ্যাক্ট, ২০০২ (“দ্য এ্যাক্ট”) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ,২০০২ (“দ্য রুলস”) -এর বন্দোবস্তের অধীন

নিম্ন স্বাক্ষরকারী, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড (‘ব্যাঙ্ক’) এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, আইন অনুযায়ী এবং আইনের ১৩(১২) ধারার সাথে পঠিত রুল ৩ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে দাবির নোটিশ জারি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে। যেহেতু কিছু নোটিশ ডাক বিভাগের মন্তব্য অনুযায়ী প্রাপ্তি স্বীকার হয়নি, তাই বিকল্প পরিষেবা পদ্ধতি অর্থাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত নোটিশগুলি ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদের কাছে জারি করা হচ্ছে।

<table>
<tr><th>ক্র.নং</th><th>লোন অ্যাকাউন্টের বিশদ</th><th>সুরক্ষিত সম্পদ</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>ঋণগ্রহীতা(গণের) নাম:
১) জয় মা বগলা ডেভেলপার (ঋণগ্রহীতা)
২) সুমিতেশ পাল (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)
৩) মধুমিতা পাল (সহ-ঋণগ্রহীতা)
মঞ্জুরীর তারিখ: ২৬/০২/২০২৩
লোন অ্যাকাউন্ট নং:- USFBKOLLOAN000005007917
ঋণের পরিমাণ: ৪১,৩৫,০০০.০০/- টাকা
এনপিএ তারিখ: ০৩/০৭/২০২৫
দাবির নোটিশের তারিখ: ০৯/০৭/২০২৫ (প্রেরণের তারিখ- ১২/০৭/২০২৫)
দাবির নোটিশের পরিমাণ: ৪১,২০,২২০.২৪/- টাকা (০৮/০৭/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী) এবং সুদ ও অন্যান্য চার্জ।</td><td>জমি এবং তার উপরে নির্মিত কাঠামোর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ কমবেশি মোট ২ কাঠা ৪ ছটাক ১৭ বর্গফুট বাস্তু জমি। এর সাথে ১১৫৯ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা, সিমেন্টের মেঝেযুক্ত ৪৭১ বর্গফুট পাকা কাঠামো যার মধ্যে দুটি বেডরুম এবং একটি টয়লেট রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ৩৫৮ বর্গফুট টালির ছাউনিযুক্ত একটি বেডরুম, রান্নাঘর/ডাইনিং, একটি বারান্দা এবং দোতলায় ৩৩০ বর্গফুট পাকা কাঠামো যেখানে দুটি বেডরুম রয়েছে। এটি চানক মৌজায়, জে.এল. নং ৪, পরগনা কলকাতা রে.সা.নং ৩৯, তৌজি নং ২৯৯৮ এর অধীনে অবস্থিত।<table><tr><th>আর.এস. খতিয়ান নং</th><th>আর.এস. দাগ নং</th><th>জমির পরিমাপ</th></tr><tr><td>২৩৭</td><td>৩০৫৭</td><td>০২ কাঠা</td></tr><tr><td>৩১৩</td><td>৩০৫৭/৩২৯৭</td><td>০৪ ছটাক ১৭ বর্গফুট</td></tr></table>মোট ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ১৭ বর্গফুট। এই সম্পত্তিটি ব্যারাকপুর পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ড, পৌর হোল্ডিং নং ৯৬ (৫৬/বি), কে.এন. মুখার্জি রোড, থানা- টিটাগড়, এ.ডি.এস.আর. অফিস ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা জেলার স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত। এর সাথে সংলগ্ন সাধারণ পথের উপর বা মাধ্যমে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য সমস্ত সহজলভ্য অধিকার এবং সুবিধা রয়েছে, যা নিম্নোক্তভাবে সীমাবদ্ধ:
সীমানা (বন্ধকী দলিল অনুযায়ী):
পূর্ব: ১২ ফুট চওড়া কে.এম. মুখার্জী জমি
পশ্চিম: অন্যান্যদের জমি
উত্তর: ১২ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা
দক্ষিণ: অন্যান্যদের জমি</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>ঋণগ্রহীতা(গণের) নাম:
১) কামরান এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)
২) কলিমুল্লাহ মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)
৩) হালিমা খাতুন (সহ-ঋণগ্রহীতা)
মঞ্জুরীর তারিখ: ১৮/১২/২০২৩
লোন অ্যাকাউন্ট নং:- USFBKOLLOAN000005014635
ঋণের পরিমাণ: ২০,৮৩,৮১৭.০০/- টাকা
এনপিএ তারিখ: ০৩/০৭/২০২৫
দাবির নোটিশের তারিখ: ০৯/০৭/২০২৫ (প্রেরণের তারিখ ১২/০৭/২০২৫)
দাবির নোটিশের পরিমাণ: ২১,২০,৯১৮.৩৬/- টাকা (০৮/০৭/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী) এবং সুদ ও অন্যান্য চার্জ।</td><td>একতলা ভবন সহ প্রায় ৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ১৩৯৫.৮৭ বর্গফুট, যা আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১৯১৯ ও ১৯২৪ এর অংশ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ২৩১ ও ৮৯৭ এর সাথে সম্পর্কিত, যা বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ২৩১ ও ৮৯৭ এবং বর্তমানে ২৭৯৬ মৌজা মালায়াপুর, জে.এল. নং ৬২, থানা- বাদুড়িয়া, পোস্ট- রঘুনাথপুর, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, পিন-৭৪৩৪০১, মারায়াপুর গ্রামে রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে অবস্থিত। এর সাথে সাধারণ পথ ব্যবহারের অধিকার, ফিটিংস এবং ফিক্সচার, সীমানা প্রাচীর এবং সমস্ত প্রকারের সহজলভ্য ও আধা-সহজলভ্য অধিকার রয়েছে, যা নিম্নোক্তভাবে সীমাবদ্ধ:
সীমানা (বন্ধকী দলিল অনুযায়ী)-
উত্তর দিকে : খলিল মণ্ডলের খালি জমি দ্বারা (দাগ নং ১৯২৪)
দক্ষিণ দিকে: আবাদ আলীর ভবন দ্বারা (দাগ নং ১৯২৫)
পূর্ব দিকে : ১২ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা
পশ্চিম দিকে : মালিকের খালি জমি দ্বারা</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>ঋণগ্রহীতা(গণের) নাম:
১) আরএম গোল্ড (ঋণগ্রহীতা)
২) রমেশ কুমার মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)
৩) সানু কুমারী (সহ-ঋণগ্রহীতা)
৪) লালচাঁদ মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)
মঞ্জুরীর তারিখ: ৩১/০৮/২০২৩
লোন অ্যাকাউন্ট নং:- USFBKOLLOAN000005012015
ঋণের পরিমাণ: ৪০,৮৫,৩২৮.০০/- টাকা
এনপিএ তারিখ: ০৩/০৭/২০২৫
দাবির নোটিশের তারিখ: ০৯/০৭/২০২৫ (প্রেরণের তারিখ ১২/০৭/২০২৫)
দাবির নোটিশের পরিমাণ: ৩৯,১১,০২২.০০/- টাকা (০৮/০৭/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী) এবং সুদ ও অন্যান্য চার্জ।</td><td>স্থাবর সম্পত্তির ১/২ অংশ অর্থাৎ ০১ (এক) কাঠা জমি যার সাথে ৫০০ বর্গফুট নির্মিত এলাকার এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা স্কিম প্লট নং ‘৭’ দ্বারা চিহ্নিত। এটি ০২ কাঠা জমি এবং ১০০০ বর্গফুট এক তল পাকা ভবন (সিমেন্ট দ্বারা মেঝে তৈরি) এর অংশ। সম্পত্তিটি দোহাড়িয়া মৌজায়, জে.এল. নং ৪৫, তৌজি নং ১৪৬ এ অবস্থিত। এটির আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৪৪২ (সালি জমি, ০৯ ছটাক ৩১ বর্গফুট এলাকা পরিমাপ) এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৯৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৬৬ এবং আর.এস. দাগ নং ১৪৪৩ (বাস্তু জমি, ০৬ ছটাক ১৪ বর্গফুট এলাকা পরিমাপ) আর.এস. খতিয়ান নং ৯৬৬ এর অধীনে থানা- মধ্যমগ্রাম, এ.ডি.এস.আর. বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা এবং মধ্যমগ্রাম পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ৯ নং ওয়ার্ড, হোল্ডিং নং ১২৮/এ, মেথোপাড়া (উত্তর) এর অধীনে অবস্থিত। এটি নিম্নোক্তভাবে সীমাবদ্ধ:
সীমানা (বন্ধকী দলিল অনুযায়ী)-
উত্তর দিকে: স্কিম প্লট নং ‘৫’ ও ‘৮’।
দক্ষিণ দিকে: ৮ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং অন্যান্যদের জমি।
পূর্ব দিকে: গণেশ দাসের স্কিম প্লট নং ‘৬’।
পশ্চিম দিকে: ৮ ফুট চওড়া সাধারণ পথ।</td></tr>
</table>

যদি উপরে বর্ণিত বকেয়া ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের বিধান অনুযায়ী উপরের সুরক্ষিত সম্পদগুলির উপর কার্যকর করতে বাধ্য থাকবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, আপনি এখানে উল্লেখিত কোনো সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে লেনদেন বা হস্তান্তর করতে পারবেন না। এই বিধানের কোনো লঙ্ঘন একটি অপরাধ এবং আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।
দাবির নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ আছে এবং ঋণগ্রহীতা (গণ) যদি চান, তবে যেকোনো কার্যদিবসে স্বাভাবিক অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করতে পারবেন।

স্থান: উত্তর ২৪ পরগনা, **তারিখ:** ৩০-০৭-২০২৫ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting Quotation No - 01/ APD-III/DPMU-1, WBMIFMP of 2025-26
Sealed quotations are invited by the undersigned for 1(One) number of work from bonafide outsiders having credential of execution of similar nature of work. Last date of application for the Tender Documents is 06.08.2025 up to 16 Hrs. For details contact in office on any working day or log in to **www.wbiwd.gov.in**
Sd/-
Deputy Project Director (Civil) –V
District Project Management Unit- I
Kanainatsal, Burdwan.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৪৭ তারিখ ঃ ০২.০৬.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **(ক) ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ১২২৫৫৩৯৯,** বিসিএম এবং এফআরএম-এর অ্যাক্সেল ক্লাচ-এর পিনিয়ন শ্যাফ্ট। ১,১৭,২৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৩.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২) ১৫২৫৫০০৬,** ৪কে সমেত ৩ডি এবং আইআর ল্যাপারোস্কোপিক সেট। ২,০১,৭০০ টাকা। **(৩) ২০২৫২১৫৬,** নন- অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক ‘কে’ ধরনের গঠনের ব্রেক ব্লক। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২ থেকে ৩-এর জন্য)। **(৪) ০৭২৫১১৫০,** স্পেসিফিকেশন আইআরএস ঃ এম-২৮/২০২০, কোড ই১৯.৯এলআর ২৬ আইএসঃ ৫২০৬/২০১৩ অনুসারে এবং এসটিআর ঃ আরডিএসও এমসি এসটিআর ডব্লু০১ রেভ-০৩, সাইজঃ ৪ মিমি x ৩৫০ মিমি অনুসারে ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড, ক্লাস-এম-২, কোটিং-এর ধরন ঃ হেভি। ১,০৮,৮৮০ টাকা। **(৫) ০৮২৫১০১৭,** কেবেল সিঙ্গল কোর-৩ বর্গ মিমি, ৭৫০ ভোল্ট। ২,৯৩,৬৯০ টাকা। **(৬) ০৮২৫১০৫২,** ৩০ লিটার ওয়াটার বয়েলার সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি। ১,৫৫,৩৭০ টাকা। **(৭) ১০২৫১০০৫,** সাসপেনশন স্প্রিং (প্রাইমারি) ইত্যাদি। ১,৫০,০১০ টাকা। **(৮) ১৫২৪৫০৯৮,** ডিজেল জেনারেটর সেট ৪০০ কেভিএ। ১,৩০,০০০ টাকা। **(৯) ১৬২৫১১০৬,** ওএইচই কমপ্লিট-এর জন্য ডিসচার্জ/আর্থিং রড অ্যাসেম্বলি। ১,৫৭,২৯০ টাকা। **(১০) ২০২৫১০৩৬,** এসসিএইচএকেসি-র জন্য ড্র এবং বাফ গিয়ার। ৫,৩৯,৭৬০ টাকা। **(১১) ২২২৫১০৭০,** এমপ্যাগ্লিফ্লোজিন ২৫ এমজি ট্যাব/ক্যাপ। ২,২৯,৮৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ৪ থেকে ১১-এর জন্য)। **(১২) ১০২৫২৫৬৩,** ডব্লুএপিএস লোকোসমূহর ড্যাম্পার-এর সেট। ১,৬১,২১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৯.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৩) ০৬২৫১২৮৫এ,** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি অনুসারে এসি কোচসমূহের (২টিয়ার/৩টিয়ার) অগ্নিপ্রতিরোধী পর্দার ফ্যাব্রিক কাপড় সংগ্রহের কাজ। ২,১৭,৪৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২১.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৪) ১১২৫২৬০৯,** মেসার্স স্যামরক নির্মিত এএআর-এইচ ধরনের সিবিসির স্পেয়ার পার্টস-এর সেট সংগ্রহের কাজ। ২,৪৭,৫৭০ টাকা। **(১৫) ১৫২৫৫০৩০,** রেল তথা সড়ক শান্টিং যান সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ। ৭,৭০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৫.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১৪ থেকে ১৫-এর জন্য)। **(১৬) ০৮২৫১০১৯,** কেবেল ১৯ কোর ৩ বর্গ মিমি ৭৫০ ভোল্ট। ২,১৮,০১০ টাকা। **(১৭) ০৮২৫১১০৩,** রাবার প্যাড সমেত অ্যাক্সেল পুলি অ্যাসেম্বলি। ২,৪২,১৬০ টাকা। **(১৮) ১০২৫২১৪১,** পি৭/জি৯ লোকোর জন্য ইলাস্টিক রিং। ১,৮৭,৫৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৬.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১৬ থেকে ১৮-এর জন্য)। **(১৯) ১০২৫২২৮৩,** পি৭/জি৯-এর জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি। ৩,২২,০৬০ টাকা। **(২০) ১১২৫১০৩০,** অ্যাক্সেল বক্সের জন্য রিয়ার কভার প্রভৃতি। ২,৪৮,৭৫০ টাকা। **(২১) ১১২৫২৬১৪,** মেসার্স এসকর্টস নির্মিত ইত্যাদি অনুসারে সাপোর্টিং বক্স, ড্রাফ্ট গিয়ার এবং ম্যানুয়াল আনকাপলিং ডিভাইস-এর জন্য স্পেয়ার পার্টস-এর সেট সংগ্রহের কাজ। ১০,২১,৬৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৭.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১৯ থেকে ২১-এর জন্য)। **(২২) ১০২৫১০১৯,** পিনিয়ন ২৩ টিথ। ১,৮১,০১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৯.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৩) ০৫২৫১২৯০,** রুফ প্যানেলিং-এর জন্য প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম তন্তুর থার্মোসেট কম্পোজিট (এনএএফটিসি) সংগ্রহের কাজ। ২,৩০,২০০ টাকা। **(২৪) ১১২৫১০৭৪,** বিএমবিসি কোচসমূহ ইত্যাদির জন্য ব্রেক গিয়ার বুশের কিট সংগ্রহের কাজ। ৩,৬৮,৩৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০১.০৯.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২৩ থেকে ২৪-এর জন্য)। **(২৫) ১০২৫১০০৩,** সাসপেনশন স্প্রিং। ১,২৩,৩৩০ টাকা। **(২৬) ১০২৫১৮০৫,** সাসপেনশন টিউব রোলার বেয়ারিং ইত্যাদি ক্রয়। ১,২৪,৯৮০ টাকা। **(২৭) ১০২৫২২২১,** রিলে কিউআরএসআই ১ ও ২ টাইপ। ১,৬২,৬১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০২.০৯.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২৫ থেকে ২৭-এর জন্য)। **(২৮) ০৫২৫১০৪১,** সার্ভো সিস্টেম ৫৭ সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি। ৬,৯৯,৬৩০ টাকা। **(২৯) ১১২৫১৬৮২,** রাবার বাফার স্প্রিং ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ২,৩৯,৭৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৩.০৯.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২৮ থেকে ২৯-এর জন্য)। **(৩০) ২১২৫১২০৮** ইলাস্টোমেরিক প্যাড আধুনিকীকৃত (ডিজাইন-এ) ইত্যাদি। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১০.০৯.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র. নং ১ থেকে ৩০-এর জন্য)।
(খ) আরজিসি টেন্ডারিং-এর জন্য নিম্নলিখিত উচ্চমূল্যের টেন্ডারটির সংশোধনী আইআরইপিএস পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে, **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ১২২৫৪০০৬, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৬৭১ অনুসারে গ্লুড ইনসুলেটেড রেল জয়েন্ট সমূহের আরজিসি। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১১.০৮.২০২৫, **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,২৩,৫৫,২০০ টাকা।
দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।
STORES-25/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ৩০ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

গোয়ালিয়র দুর্গ
ছায়ায় ইতিহাসের ধ্বনি

সুজন কুমার দাস

ভ্রমণ শুধু স্থান বদল নয়, অভিজ্ঞতার নতুন রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠার নাম। কলকাতা থেকে গোয়ালিয়রের পথে যখন ট্রেন ছুটে চলছিল, তখন জানালার বাইরে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল ভূদৃশ্যের ভাষা। বাংলার সবুজ, আর্দ্র, কোমল প্রকৃতি ক্রমশ রুক্ষ, লাল-মাটির, পাথুরে ভূখণ্ডে রূপ নিচ্ছিল। যেন এক ভূ-আখ্যানের পাতা উল্টে নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম ; যার নাম গোয়ালিয়র। এই শহর শুধু ইতিহাসে গাঁথা নয়, সুর, স্থাপত্য ও সাহসিকতার এক জীবন্ত দলিল।

সান টেম্পল আধুনিক সূর্যভাসিত সৌন্দর্য

গোয়ালিয়রে পৌঁছে যে মন্দির প্রথম হৃদয় জয় করল, তা হল সান টেম্পল। ১৯৮৮ সালে নির্মিত এই মন্দিরটি কোনারকের সূর্য মন্দিরের অনুকরণে তৈরি হলেও একেবারে আলাদা তার স্থানীয় উপাদান ও স্থাপত্যে। মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে লাল বেলে পাথরে, যার গায়ে সূক্ষ্ম অলঙ্করণ; রথচক্র, ঘোড়া, সূর্যদেবের মুখাবয়ব ইত্যাদি। যখন সূর্য তার সর্বোচ্চ উচ্চতায় থাকে, তখন এই মন্দিরের গায়ে পড়া আলো একটি স্বর্গীয় দীপ্তি তৈরি করে স্থাপত্যটি একাধারে পুরনো ও আধুনিক ; যেন ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের হাত মেলানো। চারপাশের শান্ত পরিবেশ, পরিপাটি উদ্যান, আর সূর্যের আলোয় মন্দিরের দীপ্তি দেখে মনে হয়, এ যেন আধুনিক ভারত প্রাচীন শিকড়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তানসেনের সমাধিতে আজও বাজে সুর

গোয়ালিয়র এসে তানসেনের সমাধি তো দেখতেই হবে। সম্রাট আকবরের নবরত্নদের অন্যতম এই সঙ্গীত সাধকের সমাধিস্থলটি অদ্ভুত নিস্তব্ধ। সেখানে দাঁড়িয়ে কানে বাজে যেন ধ্রুপদ সঙ্গীতের সুর। পাশেই তানসেনের গুরু মুহাম্মদ গউস-এর সমাধি। সুফি স্থাপত্যে নির্মিত এই সমাধির জালি-কাজ অনবদ্য। এখানেই প্রতি বছর 'তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় , যেখানে দেশের খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞরা অংশ নেন।

মোতি প্যালেস এক সময়ের রাজ প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র

মতি প্যালেস, সিন্ধিয়া রাজবংশের প্রশাসনিক সদর দফতর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯ শতকের মাঝামাঝি। রাজবাড়ির এই অংশটিকে বলা হত ক্যাভর্নমেন্ট

অফিসেসদ। এটি মূলত বড় জলাশয়ের ধারে অবস্থিত, এবং হ্রদের জলে এর প্রতিবিম্ব যেন ইতিহাসের ছায়া ফেলে। বিল্ডিংটি ইউরোপীয়-রাজপুত স্থাপত্যের সংমিশ্রণে তৈরি, এবং এখানে ছিল বিভিন্ন বিভাগ ; রাজকোষ, সামরিক শাখা, বিচার বিভাগ। স্বাধীনতার পরে এটি মধ্য ভারত রাজ্যের সচিবালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের সমাধি অগ্নিশিখার সামনে নতমস্তক

দেখা হল ঝাঁসির রানির সমাধিস্থল। এই সাহসিনী নারী ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরের মতো লড়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন গোয়ালিয়রের মাটিতেই। এই সমাধিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, ভারতের স্বাধীনতা শুধু পুরুষদের নয়, নারীরাও সেই সংগ্রামের সম্মানজনক কাহিনির নির্মাতা।

সিন্ধিয়া প্যালেস: জাঁকজমকের শেষ কথা

জয় বিলাস প্যালেস, সিন্ধিয়া রাজপরিবারের দ্বারা ১৮৭৪ সালে নির্মিত, ইউরোপীয় স্টাইলে তৈরি একটি বিশাল রাজপ্রাসাদ। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বের অন্যতম বড় ঝাড়বাতি, যার ওজন টেস্ট করার জন্য দশটি হাতিকে ছাদে হাঁটানো হয়েছিল। বর্তমানে এর একটি বড় অংশ জাদুঘর ; যেখানে রাজা-মহারাজার পোশাক, আসবাব, অস্ত্র, গাড়ি, চিত্রকলা সবকিছু সংরক্ষিত। এখানে এসে বোঝা যায়, শুধু যুদ্ধ নয়, রাজপাটের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানও কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

গোয়ালিয়র দুর্গ: পাহাড়ে খোদাই ইতিহাসের গ্রন্থ

পুরো যাত্রার মুকুটমণি হল গোয়ালিয়র দুর্গ। প্রায় ৩ কিমি দীর্ঘ এই দুর্গ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত, এবং নিচ থেকে উপরে ওঠার পথটাই যেন এক ঐতিহাসিক যাত্রা। দুর্গে ওঠার রাস্তাটা যেন সময়কে পেছনে ফেলে দেওয়ার যাত্রা। দুর্গটি প্রায় ১০০ মিটার উঁচু এক বিশাল পাহাড়ের উপর গড়ে ওঠা, যার সৌন্দর্য ও ভৌগোলিক কৌশল দেখে একে অনেকেই বলেন ভারতের জিব্রাল্টারদ। এখানেই আছে রাজা মানসিংহের রাজপ্রাসাদ, গুজারি মহল, জৈন মূর্তি, সহস্রবাহু ও তেলী মন্দির। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা বিশাল জৈন মূর্তিগুলি দেখে মনে হয়, যেন কোনও ঋষি হাজার বছর ধরে ধ্যানমগ্ন হয়ে পাথরের আকারে রয়ে গেছেন। বিশেষত ৫৭ ফুট উচ্চতার আদিনাথ মূর্তি এক নিঃশব্দ আশ্চর্য।

গুরুদ্বারা দাতা বন্দি ছোড় সাহেব, মুক্তির প্রতীক, সাহসের স্মারক

গোয়ালিয়র দুর্গের পাদদেশে অবস্থিত গুরুদ্বারা দাতা বন্দী ছোড় সাহেব শিখ ধর্মাবলম্বীদের কাছে এক পবিত্র তীর্থস্থান, তবে এর গুরুত্ব শুধুমাত্র ধর্মীয় নয় ; এটি সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতা, সাহস ও করুণা-চেতনার এক মহান স্মারক। এই গুরুদ্বারাটি স্মরণ করে শিখদের ষষ্ঠ গুরু, গুরু হারগোবিন্দজি-র অনন্য মানবিকতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ। ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে গুরু হারগোবিন্দজি গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি হন। সেখানে তিনি জানতে পারেন, আরও ৫২ জন হিন্দু রাজা ও রাজপুত্র অন্যায়ভাবে বন্দি রয়েছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, একা মুক্তি গ্রহণ করবেন না; সকল বন্দীদের সঙ্গে নিয়েই বের হবেন। সম্রাট শর্ত দেন, যতজন গুরুজির পোশাকে ধরে রাখতে পারবে, তারা মুক্তি পাবে। তখন গুরুজি এমন এক বিশেষ পোশাক পরেন, যাতে ৫২টি ঝুলন্ত কাঁধা ছিল ; যেগুলি ধরে ৫২ জন বন্দি রাজা বেরিয়ে আসেন মুক্তভাবে। এই কারণেই তিনি পরিচিত হন 'বন্দী ছোড়' নামে, অর্থাৎ 'বন্দিমুক্তিদাতা'। আজ সেই স্মৃতির স্থানে নির্মিত গুরুদ্বারাটি সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি, শান্ত, স্নিগ্ধ এবং আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর। এখানে প্রতিদিন গুরু গ্রন্থ সাহেব পাঠ হয় এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই লঙ্গরে একত্রে বসে আহার করেন। গুরুদ্বারার চারপাশে সবুজ উদ্যান, ছায়াময় পথ ও একটি বিস্তীর্ণ সরোবর গোটা পরিবেশকে করে তোলে পবিত্র, প্রশান্ত ও মননশীল। গুরুদ্বারা দাতা বন্দী ছোড় সাহেব কেবল একটি ধর্মস্থান নয়, এটি এক ঐতিহাসিক মুক্তির কাহিনী ; যেখানে ধর্ম ও মানবিকতা এক হয়ে দাঁড়িয়েছে অসত্যের বিরুদ্ধে।

গুজারি মহল, প্রেমের আরাধনা

গোয়ালিয়র দুর্গের ভিতরেই আছে এক অনন্য প্রেমের নিদর্শন;গুজারি মহল। রাজা মানসিংহ তাঁর প্রেমিকা (পরে স্ত্রী) মৃগনয়নী-র জন্য তৈরি করেছিলেন এই রাজপ্রাসাদ। তিনি ছিলেন এক গুজর জাতির নারী, তাই এই প্রাসাদের নাম হয় গুজারি মহল। বর্তমানে এটি একটি আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে গুপ্ত, মৌর্য, পারমার এবং রাজপুত যুগের ভাস্কর্য, অলংকার ও মূর্তি। গুজারি মহল প্রেমের প্রতীক, যেখানে সমাজ-বিরোধী সম্পর্কও রাজা গর্বের সাথে গ্রহণ করেছিলেন।

তেলি মন্দির স্থাপত্যের বিস্ময়

তেলী মন্দির, গোয়ালিয়র দুর্গের সবচেয়ে উঁচু মন্দির। ৮ম শতকে নির্মিত এই মন্দির এক আশ্চর্য স্থাপত্য কৌশল। একদিকে দ্রাবিড় শৈলীর গম্বুজ, অন্যদিকে নাগরী ঘরানার অলঙ্করণ। এটি হিন্দু ও বৌদ্ধ শৈলীর অপূর্ব সংমিশ্রণ ; যেন ভারতবর্ষ নিজেই এই মন্দিরে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। কেউ বলেন, এক তেল ব্যবসায়ীর অনুদানে এটি নির্মিত, কেউ বলেন 'তেলী' শব্দটি 'ত্রৈল্য' শব্দের অপভ্রংশ। যাই হোক, ইতিহাস এখানে নিজের মতো করে কথা বলে।

সহস্রবাহু মন্দির, ভুল নামেও স্মরণীয়

এখানেই আছে সহস্রবাহু মন্দির, যা লোকমুখে 'সাস-বাহু মন্দির' নামে বেশি পরিচিত, আদতে এক মহান ধর্মীয় ও স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন। 'সহস্রবাহু' শব্দের অর্থ হাজার বাহু বিশিষ্ট বিষ্ণু, আর এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল ১১শ শতকে কচ্ছপ বংশীয় রাজা মহিপাল কর্তৃক। এটি মূলত একটি যমজ মন্দির; একটি বড় ও একটি ছোট মন্দির পাশাপাশি অবস্থিত। বড় মন্দিরটি সহস্রবাহু বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, আর ছোট মন্দিরটি সম্ভবত নারীদের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হতো। মন্দির দুটির গায়ে দারুণ সূক্ষ্ম খোদাই লক্ষ করা যায় ; বিভিন্ন দেবদেবী, নৃত্যরত নারী, পৌরাণিক দৃশ্য এবং অলংকরণ এতটাই নিখুঁত ও জটিল যে তা দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। স্তম্ভ, কার্নিশ ও দেওয়ালের নকশায় গুপ্তযুগ ও পরবর্তী রাজপুত স্থাপত্যশৈলীর স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। লোকমুখে সহস্রবাহুদ উচ্চারণটি পরিবর্তিত হয়ে সাস-বাহুদ হয়ে উঠেছে, যার অর্থ দাঁড়ায় শাশুড়ি ও বউ ; অনেকেই ভুল করে ভাবেন এটি শাশুড়ি ও পুত্রবধূর জন্য দুটি মন্দির। যদিও এই ধারণাটি ঐতিহাসিকভাবে অসত্য, তবুও এই নামেই মন্দিরটি সর্বাধিক পরিচিত। ইতিহাস ও লোককথার এই মেলবন্ধনই সহস্রবাহু মন্দিরকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

মান সিং প্যালেস, রাজকীয় শৈলীর এক অমর নিদর্শন

গোয়ালিয়র দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত মান সিং প্যালেস শুধু একটি রাজপ্রাসাদ নয়, এটি মধ্যযুগীয় ভারতের স্থাপত্যশৈলী, শিল্পরুচি এবং রাজকীয় জীবনের এক বিরল নিদর্শন। ১৫শ শতকের শেষভাগে রাজা মান সিং তোমার এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন, যা আজও গোয়ালিয়রের সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর স্থাপত্য হিসেবে পরিচিত। রাজা মান সিং ছিলেন সাহসী যোদ্ধা এবং সংগীতানুরাগী, যিনি গোয়ালিয়রকে ধ্রুপদ সংগীতের কেন্দ্রস্থল করে তুলেছিলেন। এই প্রাসাদের স্থাপত্যশৈলীতে প্রথম নজর কেড়ে নেয় এর বহিরাংশে ব্যবহৃত নীল রঙের চকচকে টাইলস, যার উপর খোদাই করা হয়েছে হংস, ময়ূর, হাতি ও নানা রকম প্রাণীর অলঙ্করণ। এমন টাইলওয়ার্ক ভারতের অন্য কোনো রাজপ্রাসাদে খুব একটা দেখা যায় না। চতুষ্কোণ আকৃতির এই প্রাসাদের চার কোণেই রয়েছে বিশাল বুরুজ, ভিতরে রয়েছে খোলা উঠোন, সুশোভিত রাজকীয় কক্ষ এবং বেসমেন্ট স্তরে রহস্যঘেরা গোপন কক্ষ। পাথরের খিলান, অলঙ্করণময় ছাদ, এবং ছাদঘেরা ঘোড়াঘর তার রাজকীয়তাকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। মান সিং প্যালেসের নিচের তলায় রয়েছে কয়েকটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ ও কক্ষ, যেগুলো ইতিহাসবিদদের মতে হয়তো গোপন বৈঠক, গুপ্তচর কার্যকলাপ কিংবা বন্দীদের আটক রাখার কাজে ব্যবহৃত হত। আজও এই অংশটি রহস্যময় এবং পর্যটকদের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। মুঘল আমলেও এই প্রাসাদটির গুরুত্ব কমে যায়নি। আকবর গোয়ালিয়র দুর্গ দখলের পর এটি সামরিক ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করেন। এমনকি ইতিহাসের এক পর্যায়ে এই প্রাসাদ কারাগার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে একাধিক যুগ ও শক্তি পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এই স্থাপত্য। মান সিং প্যালেসের দেয়ালে গাথা আছে ইতিহাস, সংগীত ও ক্ষমতার গল্প। এটি একদিকে যেমন স্থাপত্যের বিস্ময়, তেমনই গোয়ালিয়রের সাংস্কৃতিক আত্মার প্রতীক। আজও, শত শত বছর পর, এই প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে অপরিবর্তনীয় গর্বে, যেন রাজপথের অতীত গৌরব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জীবন্ত হয়ে ওঠে।

গোয়ালিয়র শুধু একটি শহর নয়, এটি এক জীবন্ত ইতিহাস। এখানে প্রতি প্রাসাদ, প্রতিটি মন্দির, এমনকি প্রতিটি পাথুরে সিঁড়িও এক একটি গল্প বলে ; রাজত্বের, সংগীতের, বিদ্রোহের, ধর্মের।

সব মিলে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। গোয়ালিয়র রেল স্টেশনের কাছাকাছি কে কোন হোটেলে থাকতে পারেন। ভাড়া ৮০০ থেকে ২০০০ টাকা।একটা অটো বা চারচাকা গাড়ি নিয়ে একদিনেই মোটামুটি সব কভার করা যায়। অটো ভাড়া ৫০০/৬০০টাকা। তবে ফোর্টে ওঠার জন্য আলাদা গাড়ি করতে হয়েছিল। তার ভাড়া ৬০০ টাকা।

আমাদের ট্রেন যখন ফিরে আসছিল কলকাতার দিকে, তখন জানালার কাঁচে ভেসে উঠছিল সেই শহরের দৃশ্য, যেখানে অতীত এখনো বর্তমানের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

লেখক: অধ্যাপক, শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ

ঘুরে আসুন বাঁশবেড়িয়া হংসেশ্বরী মন্দির

ডাঃ শামসুল হক

হাতে অল্প একটু সময় পেলেই ঘুরে আসতে পারেন বাঁশবেড়িয়া হংশেশ্বরী মন্দির। হুগলির ব্যাণ্ডেলের কাছেই সেই মন্দির এবং সেইসঙ্গে পাশের অনন্ত বাসুদেব মন্দির ও দেখা হয়ে যাবে একসঙ্গেই। আমরা এখন যে বাঁশবাড়িয়ার কথা বলছি একসময় সেটা পরিচিত ছিল বংশবাটি নামে। একদা সেটা মুঘলদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত ছিল। আর তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েই বর্ধমান জেলার পাটুলির রাজপরিবারের লোকজন চলে আসেন এখানে। পরে তৃতীয় মুঘল সম্রাট আকবরের কাছ থেকে তাঁরা পান রায় উপাধিও।

১৬৫৬ সালে মুঘল রাজ দরবার থেকেই রায় পরিবার বেশ কয়েকটি অঞ্চল জায়গীর উপহার হিসেবে পান। এখন যে স্থান সপ্তগ্রাম নামে পরিচিত সেটা তখন পরিচিত ছিল সাতগাঁও নামে। সেখানেই তাঁরা উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন সেই জমি । সেই পরিবারের ই সদস্য রামেশ্বর রায়ের হাতে তখন ছিল জমিদারির দায়িত্বভার ও । আর তাঁর নেতৃত্বেই সেখানে শুরু হয় তাঁদের জমিদারিরও।

বেশ ভালোভাবেই চলছিল তাঁদের দিনগুলোও । কিন্তু সহসা দেখা দেয় নতুন বিপত্তিও। বর্গীদের আক্রমণে তখন ভীষণভাবে বিপর্যস্ত ও হয়ে পড়েন তাঁরা। কিন্তু বাঁচার মতো পথের সন্ধান তো তাঁদের করতেই হবে। অবশেষে অনেক চিন্তাভাবনার পর রামেশ্বর রায় বাঁশ বনে ভরা বিশাল একটা অঞ্চল সাফ করে সেখানে একটা দুর্গ ও নির্মাণ করেন তিনি আর তারপর থেকে সেই অঞ্চল নতুনভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে বাঁশবেড়িয়া নামেও।

এরপর রামেশ্বরবাবু হাত লাগান একটা মন্দির নির্মাণ কার্যে। তৈরি করা হয় টেরাকোটার কারুকার্যে ভরা অতি সুন্দর একটা মন্দিরও। আর সেটাই হল সেই এলাকার প্রথম মন্দির। এই এলাকার ই অন্য আর ও একটা দেবালয় হংশেশ্বরী মন্দির নির্মিত হয়েছিল তার ও অনেক পরে।

হংশেশ্বরী মন্দির ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রায় পরিবারের অন্য আর এক সদস্যের ই প্রচেষ্টায়। রামেশ্বর রায়ের প্রপৌত্র নৃসিংহদেব রায়ের হাত ধরেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল সেই মন্দিরের। সেইসময় তাঁর হাতে ছিল পরিবারের দায়িত্ব ও কিন্তু তখন তাঁর পরিবারের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল নানান ঝড় ঝঞ্ঝাও। তাই মানসিকভাবে ভীষণ বিব্রত ও হয়ে পড়েছিলেন তিনি এবং দেশ ছেড়ে কাশীতে চলে গিয়েছিলেন কিছু দিনের জন্য।

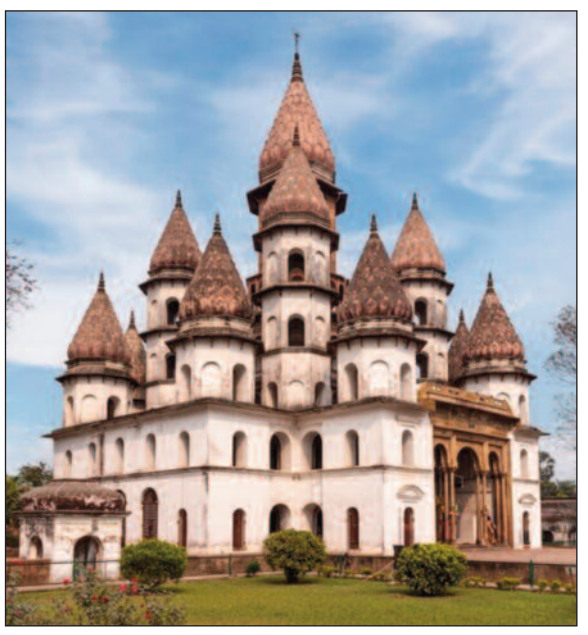

সেটা ১৭৯২ সালের কথা। তারপর সেখানেই তাঁর কেটে গিয়েছিল সাতটা মূল্যবান বছরও। সেখানে অতি নিশ্চিন্তে মন্ত্রচর্চা করতেন তিনি। লেখালেখির কাজও আবার চলত তারই পাশাপাশি। উড্ডীনতন্ত্র নামক একটায় গ্রন্থ লেখার পর দেশে ফিরে আসেন তিনি।

দেশে ফিরে একটা মন্দির নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন তিনি। সেজন্য অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের পাশে একটা স্থান ও নির্বাচিত করেন। তখন অবশ্য সেই মন্দির অনেকটাই ক্ষয়প্রাপ্তির মুখে। সেই মন্দির নির্মিত হয়েছিল পোড়া মাটি দিয়ে। তাই তিনি স্থির করেন নতুন মন্দির তৈরি করা হবে পাথর দিয়ে।

১৭৯৯ সালে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করা হয় ।কাজ ও চলতে থাকে। কিন্তু ১৮০২ সালে নৃসিংহদেব মারা যাওয়ার কারণে সেই কাজে একটু বাধাও আসে। কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাঁর স্ত্রী রাণী শঙ্করীর প্রচেষ্টায়। তারপর তাঁরই তত্বাবধানে মন্দিরের কাজ শেষ হয় ১৮২৪ সালে। নতুন মন্দিরের নাম রাখা হয় হংশেশ্বরীর মন্দির।

সত্তর ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দক্ষিণমুখী সেই মন্দিরের চতুর্দিকে আছে বারান্দা। আট কোণে আটটি, মাঝে চারটি এবং কেন্দ্রস্থলে একটি। মোট তেরটি মিনার নিয়ে সুন্দর নির্মাণ ও সেই দেব গৃহের। প্রত্যেকের শীর্ষাদেশে মোচাকৃতি পদ্মকোরকের আদলেই আবার নির্মিত হয়েছিল সেগুলি। মন্দিরে আছে মোট পাঁচটি সিঁড়ি। তারই মাঝে নিভৃত একটা কক্ষে আছে শ্বেত পাথরের শিবলিঙ্গ।

মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় বাৎসরিক পুজো এবং অনুষ্ঠানের ও। পুজো অবশ্য সারা বছর ধরেই চলে। আবার প্রতি অমাবস্যা এবং স্নান যাত্রার দিন হয় বিশেষ পুজোও। একসময় চুরি হয়ে গিয়েছিল দেবীর অলঙ্কারও। তারপর আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্বাবধানেই আসে সেই মন্দিরের দায়িত্বভার। তবে তারপর থেকে স্থানীয় রাজবাড়ীর লোকজনদের হাতেই কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল মন্দিরের দেখভালের দায়িত্ব।